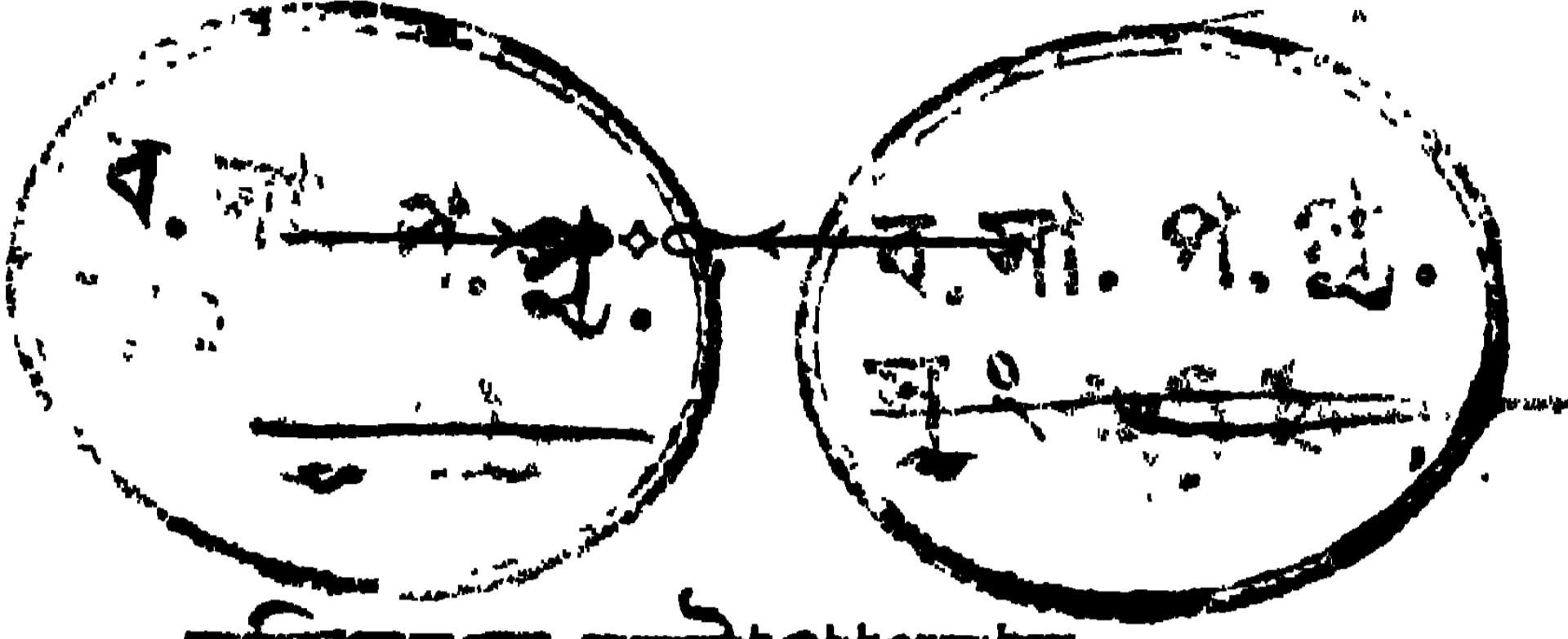


# লোকরহস্য ।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

১৮৯৮

— ০০ —

HARE PRESS : CALCUTTA.

1898.

মূল্য ১।০

---

PRINTED BY R. DUTT,

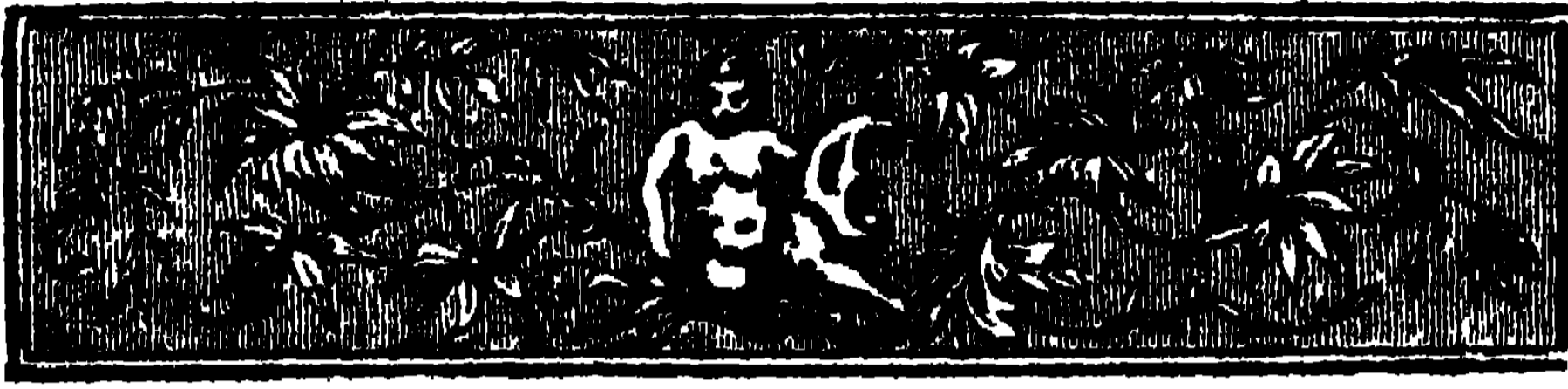
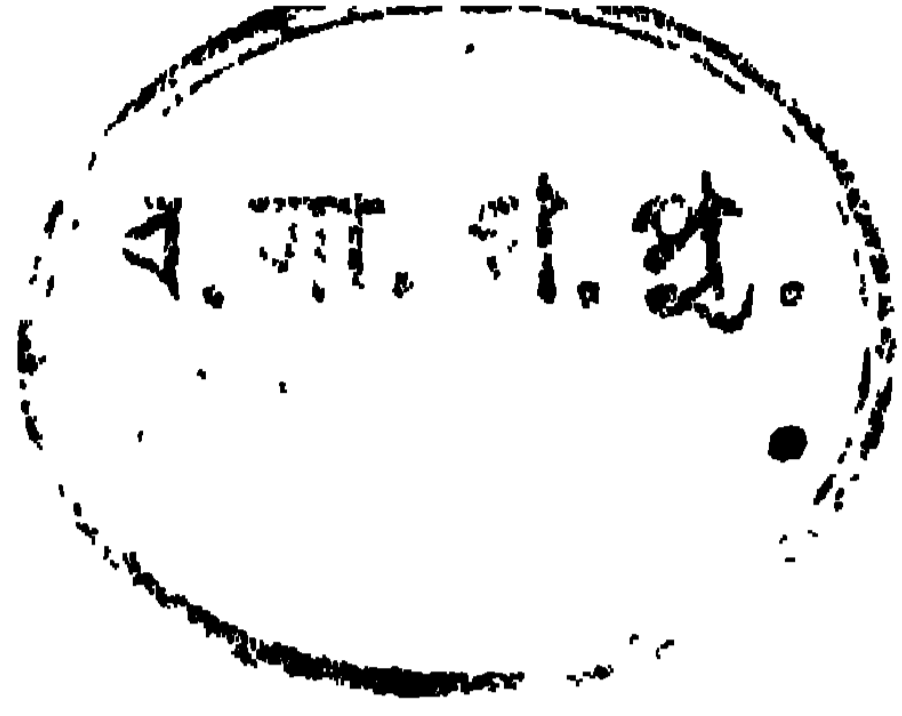


46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

AND

PUBLISHED BY UMACHARAN BANERJEE,  
5, PRATAP CHUNDER CHATTERJEE'S LANE, CALCUTTA.

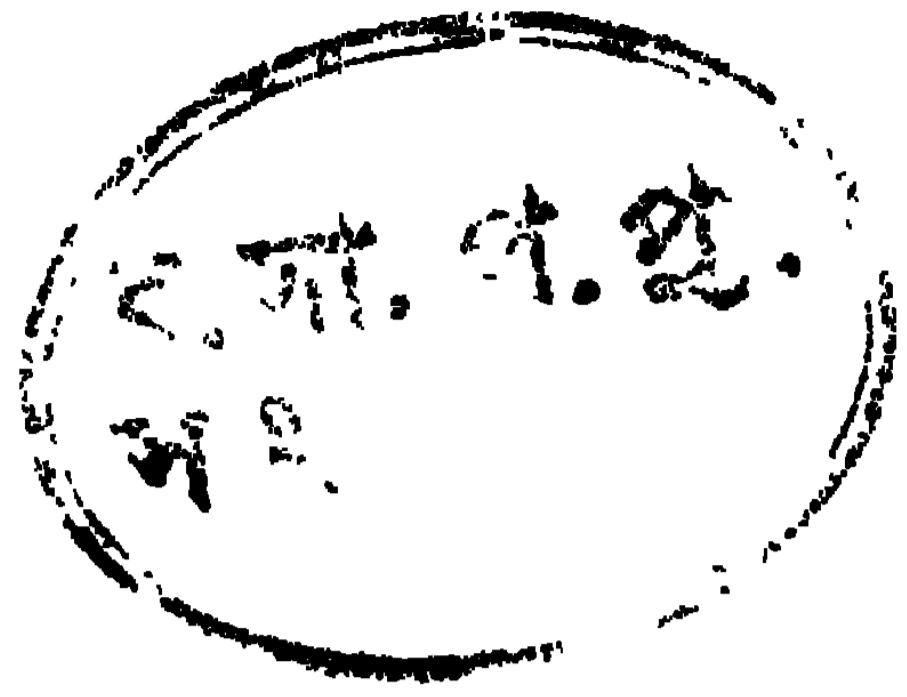
---



## দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন ।

লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্ধেক পুরাতন ও অর্ধেক নূতন । সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন ; এবং একটি ( রামায়ণের সমালোচন ) পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে । সকল গুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত ।

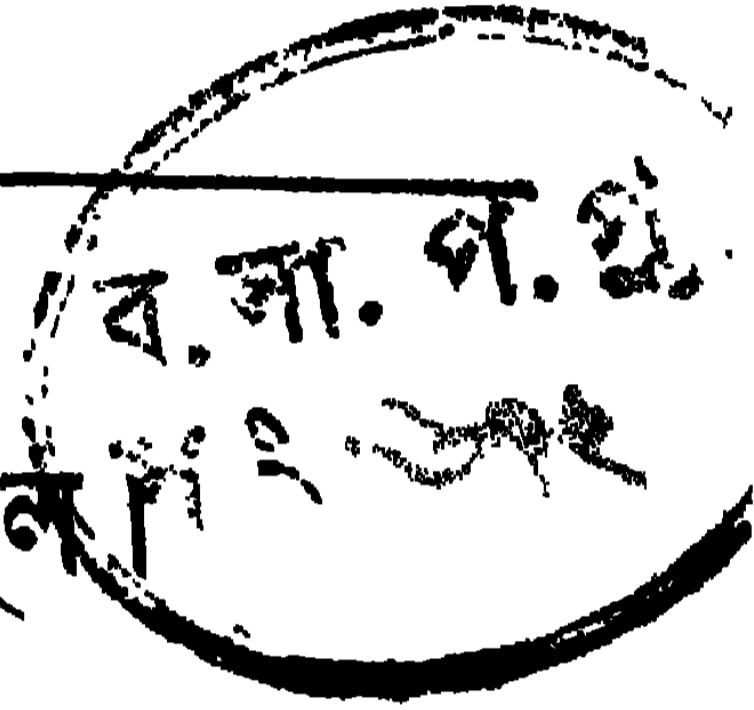
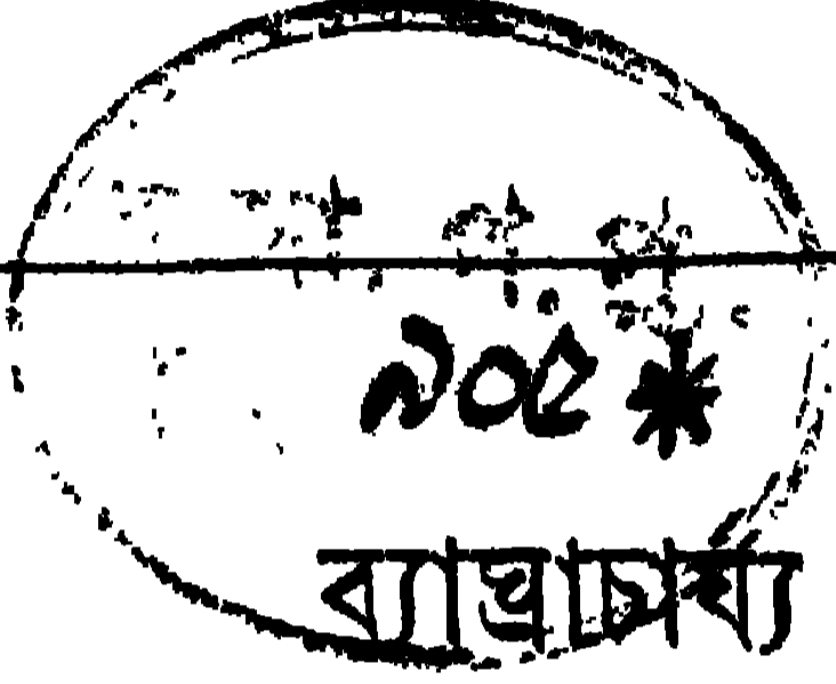
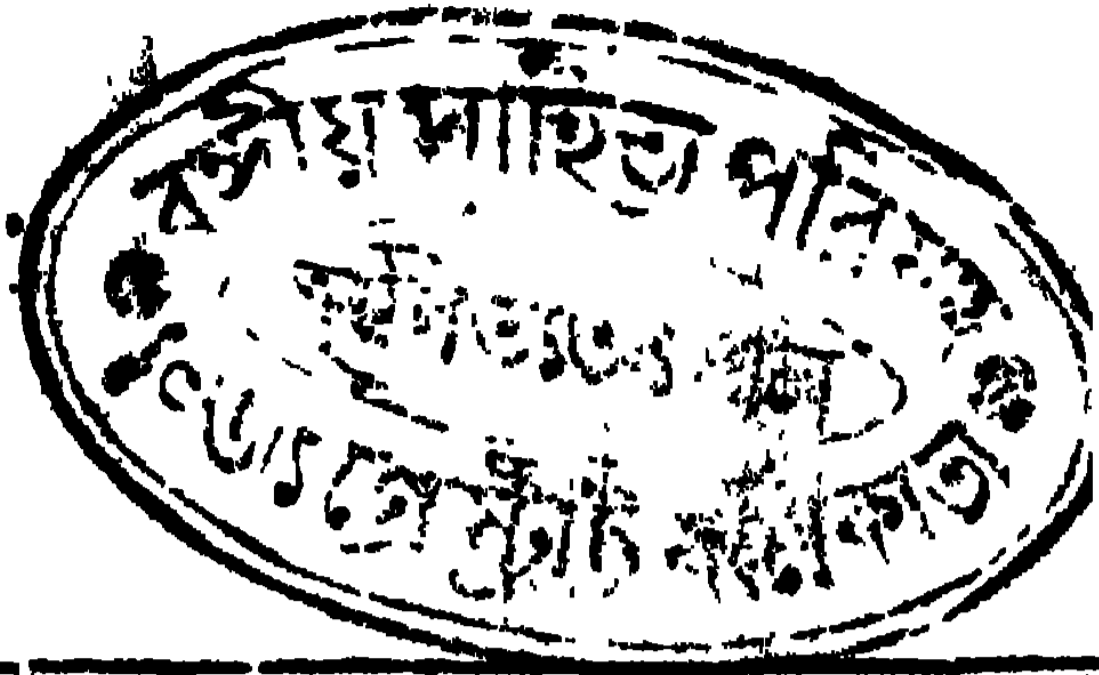




## সূচী ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
ব্যাপ্তাচার্য বৃহলাঙ্গুল—	
প্রথম প্রবন্ধ ... ..	১
দ্বিতীয় প্রবন্ধ . . . . .	১৬
ইংরেজ স্তোত্র . . . . .	৩২
বাবু . . . . .	৩৮
গর্দভ . . . . .	৪৪
দাম্পত্য দণ্ড বিধির আইন . . . . .	৪৯
বসন্ত এবং বিরহ . . . . .	৭০
সুবর্ণ গোলক . . . . .	৮০
রামায়ণের সমালোচন . . . . .	৯৬
বুর্ধ সমালোচন . . . . .	১০২
কোন স্পেশিয়ালের পত্র . . . . .	১১০
BRANSONISM . . . . .	১২০

ভক্তমদ্যব সংবাদ	১৩৩
গ্রাম্যকথা—	
প্রথম সংখ্যা	১৪৪
দ্বিতীয় সংখ্যা	১৫৩
বাহ্যনা সাহিত্যের আদর	১৫৯
NEW YEAR'S DAY	১৬৯



ব্যাখ্যাচার্য্য বৃহলাক্ষুণ

### প্রথম প্রবন্ধ।

একদা সুন্দরবন-মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বৃহত্তর ব্যাঘ্র লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্য প্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণ পূর্বক, সভার কার্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—

“অদ্য আমাদের কি শুভদিন ! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের

মঙ্গল সাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি । আহা !  
কুৎসাকারী, খলস্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা  
করিয়া থাকে যে, আমরা ষড় অসামাজিক, একা  
এক বনেই বাস করিতে 'ভাল বাসি, আমাদের মধ্যে  
ঐক্য নাই । কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্র-  
মণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস  
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ  
দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ  
আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য  
হইয়া উঠিবে । এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে,  
আপনারা দিন দিন এই রূপ জাতিহিতৈষিতা প্রকাশ পূর্বক  
পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন ।” ( সভা  
মধ্যে লাজুল চট্‌চটারব । )

“এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পা-  
দনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি ।  
আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দরবনের  
ব্যাঘ্র-সমাজে বিদ্যার চর্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে । আমা-  
দিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান্  
হইব । কেননা আজি কালি সকলেই বিদ্বান্ হই-  
তেছে । আমরাও হইব । বিদ্যার আলোচনার জগ্ন্য  
এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে । এক্ষণে,



আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন ।”

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন । তখন যথা-রীতি কয়েকটি প্রস্তাব পাঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্তৃক গৃহীত হইল । প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল । সে সকল ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কার বিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দ বিঘ্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর ; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল ।

পরে সভার অন্যান্য কার্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, “আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গুল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাঘ্র বাস করেন । অদ্য রাত্রে তিনি আমাদের অনুরোধে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন ।”

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন কোন নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন । কিন্তু তৎকালে পবিত্র দিনের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন । ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সভাপতি কর্তৃক আহূত হইয়া, গর্জনপূর্বক গাত্রোথান করিলেন । এবং পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন :—

“সভাপতি মহাশয় ! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাঘ্র-

গণ ! মনুষ্য এক প্রকার দ্বিপদ জন্তু । তাহারা পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না । বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে । চতুষ্পদগণের যে যে অঙ্গ, যে যে অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছে । অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায় । প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই । কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্তু আমাদের কৰ্ত্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি ।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য । পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে ; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকর্ষতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয় । আমাদের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কাল-প্রভাবে লাম্বুলাদি বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে ।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন । (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাটিলেন ।) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে । মৃগাদির ন্যায় তাহারা 'দ্রুত পলায়নে' সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায়

বলবান্ বা শৃঙ্গাদি আয়ুধ-যুক্ত নহে । জগদীশ্বর এই জগৎ সংসার ব্যাপ্ত জাতির •সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই । সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই । বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ দন্ত শৃঙ্গাদি বর্জিত, গমনে মন্থর এবং কোমল প্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন । ব্যাঘ্র জাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না ।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্য জাতিকে বড় ভাল বাসি । দৃষ্টি মাত্রেই ধরিয়া খাই । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত । এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহা ঘটয়াছিল, তদ্ভাস্ত বলা । আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি । আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্রভূমি সুন্দর-বনের ঊর্ধ্বরে আছে । তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে । তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ ; এক

জাতি কৃষ্ণবর্ণ, একজাতি শ্বেতবর্ণ । একদা আমি সেই দেশে বিষয় কৰ্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম ।”

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রীমামে এক জন উদ্ধতস্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“বিষয় কৰ্ম্মটা কি ?”

বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় কহিলেন, “বিষয় কৰ্ম্ম, আহারা-  
শ্বেষণ । এখন সভ্যলোকে আহারাশ্বেষণকে বিষয় কৰ্ম্ম  
বলে । ফলে সকলেই যে আহারাশ্বেষণকে বিষয় কৰ্ম্ম  
বলে, এমত নহে । সম্রাট লোকের আহারাশ্বেষণের  
নাম বিষয় কৰ্ম্ম, অসম্রাটের আহারাশ্বেষণের নাম জুয়া-  
চুরি, উঞ্জরুত্তি এবং ভিক্ষা । ; ধূর্তের আহারাশ্বেষণের  
নাম চুরি ; বলবানের আহারাশ্বেষণ দস্যুতা ; লোক-  
বিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না ; তৎপরিবর্তে বীরত্ব  
বলিতে হয় । যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর  
কার্যের নাম দস্যুতা ; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই  
তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব । আপনারা, যখন সভ্য-  
সমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র্য  
স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে । বস্তুতঃ  
আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই ; এক  
উদর পূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে  
পারে ।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ করুন । মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত । আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে বিষয়কর্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম । শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল ।”

মহাদংষ্ট্রী পুনরায় বক্তৃত্তা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু ?”

বৃহলাঙ্গুল কহিলেন, তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি । ঐ জন্তুর আকার হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি । শুনিয়াছি, ঐ জন্তু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত ; মনুষ্যদিগেরই হৃদয়-শোণিত পান করিত ; এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া গিয়াছে । মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী । আপন আপন বধোপায় সর্বদা আপনাই সৃজন করিয়া থাকে । মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই ঐ কণার প্রমাণ । মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য । শুনিয়াছি, কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রান্তুরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে । আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থে এই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামক রাক্ষসের সৃজন

করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে মধ্যে রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃতা হয় না। সভ্য-জাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাতলায় বিষয়-কর্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। তথায় এক বংশমগুপ-मध्ये একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মগুপ-मध्ये প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মগুপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি, মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতকগুলি মনুষ্য তৎপরে সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল, এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাস্য, পরি-হাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়া-ছিলাম। কেহ আমার আকারের প্রশংসা করি-তেছিল, কেহ আমার দন্তের, কেহ নখের, কেহ লৃঙ্গুলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেক আমার উপর প্রীতি হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন

করে, আমাকে সেই প্রিয়সম্বোধন করিল । পরে তাহারা ভক্তিভাবে আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল । দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল । তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল । কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধ-ভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম । আমি সুখে শকটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম । সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল । এবং লৌহদণ্ডাদি-ভূষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিল । তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত । অন্যান্য দেশ বিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত ।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালারূত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম । ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি । কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না । আহা ! যখন এই জন্মভূমি আমার



মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম । হে মাতঃ স্তম্ভরবন ! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব ? আহা ! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেষমাংস ত্যাগ করিতাম ! (অর্থাৎ অস্থি এবং চৰ্ম্ম মাত্র ত্যাগ করিতাম) — এবং সর্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইতাম । হে জন্মভূমি ! যত দিন আমি তোমাকে দেখি নাই, তত দিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা খাই নাই । দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম । আর খাইতাম না ।”

তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন । বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল । কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রুপতনের চিহ্ন নহে । মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল ।

লোকেশ্বর, তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন, “কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ



করিনাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর তুল ক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য এক দিন আমার মন্দির-মার্জ্জনাশু, দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যলয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্য চরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্য্যটকদিগের দ্বারা অমূলক উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ, মনুষ্যসম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পূর্ন্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীবী হইয়াও পর্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্মাণ করে। ঐ রূপ পর্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাত্মক। আমার বোধ হয় তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা

প্রকৃত পর্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি ; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া \*বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে ।\*

মনুষ্য-জন্তু উভয়াহারী । তাহারা মাংসভোজী ; এক ফলমূলও আহার করে । বড় বড় গাছ খাইতে পারে না ; ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে । মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহার চাস করিয়া ঘেরিয়া রাখে । ঐরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে । এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না ।

মনুষ্যেরা, ফল মূল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বলিতে পারি না । কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই । কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে । শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহুযত্নে আপন আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে । আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে । নইলে ঘাসে তাহাদের এত

\* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের স্তায়শাস্ত্রে ব্যাপ্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না । ঐরূপ তর্কে মাকমূলের স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারত-বর্ষায়েরা স্থিতিতে জানিতেন না । ঐরূপ তর্কে জেমস মিল, স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষায়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা । বস্তুতঃ এই ব্যাপ্তি পণ্ডিতে এবং মনুষ্য পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না ।

যত্ন কেন ? একরূপ আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখে শুনিয়াছিলাম । সে বলিতেছিল, ‘দেশটা উচ্ছন্ন গেল—যত সাহেব সুবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাই-তেছে ।’ সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় ।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, ‘আমি কি ঘাস খাই ?’ আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে । অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে ।

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে । আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি । অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে ; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধোত ও মার্জ্জনাদি করিয়া দেয় । বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে ।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ গবাদিও পালন করে । গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে । তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে । ইহাতে পূর্বকালের ব্যাঘ্র পশুভৈরব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে

গোরুর বৎস ছিল । আমি তত দূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায় ।

সে যাহাই হউক, মানুষেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে । ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই । আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব ।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম । ইহা ভিন্ন, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয় । অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায় ।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম । সে সকল বানর দ্বিবিধ ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য । সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে । নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ । বোধ হয়, বংশমর্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ ।

মনুষ্য চরিত্র অতি বিচিত্র । তাহাদের মধ্যে 'বিবাহের' যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুকবহু । তন্নিম্ন,

তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর । ক্রমে ক্রমে তাহা বিবৃত করিতেছি ।”

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পাঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর, দূরে একটি হরিণশিশু দেখিতে পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন । অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন । সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন । তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একজন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, “আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে দৌড়িয়াছেন । হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি ।”

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গুলো-  
থিত করিয়া, যিনি যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয়-  
কর্ম্মের চেষ্ঠায় ধাবিত হইলেন । লেক্চররও এই  
বিদ্যার্থাদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইলেন । এই-  
রূপে সে দিন বাহাদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ  
হইল ।

পরে তাঁহারা অণ্ড এক দিন, সকলে পরামর্শ করিয়া  
আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন । সে দিন নির্বিঘ্নে  
সভার কার্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ

পঠিত হইল । তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা  
প্রকাশ করিব ।

### দ্বিতীয় প্রবন্ধ ।

সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ !

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে,  
মানুষের বিবাহপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু  
বলিব । ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধর্ম্য । অতএব  
আমি একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম ।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত  
আছেন । সকলেই মধ্যে ২ অবকাশ মতে বিবাহ করিয়া  
থাকেন । কিন্তু মনুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্র্য আছে ।  
ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল  
প্রয়োজনাধীন, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে—তাহাদের  
মধ্যে অনেকেই এক কালীন জন্মের মত বিবাহ  
করিয়া রাখে ।

‘ মনুষ্যবিবাহ ’ দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈমিত্তিক ।  
তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোহিত বিবাহই মাণ্ড । পুরো-

হিতকে মধ্যবর্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ ।

মহাদংষ্ট্রা ।—পুরোহিত কি ?

বৃহল্লাঙ্গুল ।—অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মনুষ্য বিশেষ । কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুর্ঘট । কেননা সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে ; অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন ; অনেক পুরোহিত সর্বভুক্ । পক্ষান্তরে, চাল কলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমত নহে । বারাণসী নামক নগরে অনেক গুলিন যাঁড় আছে—তাহারা চাল কলা খাইয়া থাকে । তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ, তাহারা বঞ্চক নহে । বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয় ।

পৌরোহিত বিবাহে এইরূপ এক জন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্তী হইয়া বসে । বসিয়া কতক গুলা বকে । এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে । তাহার অর্থ কি আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত তাহাতে ঐ সকল মন্ত্রের এক প্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি । বোধ হয়, পুরোহিত বলে,

“হে বরকন্যা ! আমি আঞ্জা করিতেছি তোমরা বিবাহ কর । তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চাল

কলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর । এই কন্যার  
 গর্ভাধানে, সীমস্তোময়নে, সূতিকাগারে, চাল কলা পাইব—  
 অতএব তোমরা বিবাহ কর । সস্তানের যষ্ঠীপূজায়,  
 অন্নপ্রাসনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে—অনেক  
 চাল কলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর ।  
 তোমরা সংসারধর্ম্যে প্রবৃত্ত হইলে, সর্বদা ব্রত  
 নিয়মে, পূজা পার্বণে, যাগ যজ্ঞে, রত হইবে,  
 স্তুতরাং আমি অনেক চাল কলা পাইব, অতএব তোমরা  
 বিবাহ কর । বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত  
 করিও না । যদি রহিত কর, তবে আমার চাল কলার  
 বিশেষ বিঘ্ন হইবে । তাহা হইলে এক এক  
 চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব । আমাদের পূর্ব-  
 পুরুষদিগের এইরূপ আজ্ঞা ।”

বোধ হয়, এই শাসনের জন্মই পৌরোহিত বিবাহ কখন  
 রহিত হয় না ।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে,  
 তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায় । মনুষ্য মধ্যে এরূপ  
 বিবাহও সচরাচর প্রচলিত । অনেক মনুষ্য এবং মানুষী,  
 নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে ।  
 কিন্তু, নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ  
 এই, যে নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না,



নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে । যদি এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে । আমার বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই অনর্থের মূল । নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চাল কলা পায় না—সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য— তাহাদের শিক্ষা মতে সকলেই নৈমিত্তিকবিবাহ-কারীকে ধরিয়া প্রহার করে । কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই, যে অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে !

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না । আমি মনুষ্যালয়ে বাস কালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর । যাহারা আমাদের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাহারাই এ বিষয়ে আমাদের অনুকরণ করিয়া থাকেন । আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে । অনেক মনুষ্যপণ্ডিত

তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন । তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই । আমার বিবেচনায়, সম্মান বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্র সমাজে অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয় । ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না । কেননা তাঁহারা আমাদের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী ।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে । এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে । তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয় ।

মহাদংষ্ট্রা । মুদ্রা কি ?

বৃহল্লাঙ্গুল । মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ । যদি আপনাদিগের কোতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষে সেই মহাদেবীর গুণ কীর্তন করি । মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি । ইনি সাকারা । স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইহার প্রতিমা নির্মিত হয় । লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে । রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম " প্রভৃতিতে ইহার সিংহাসন রচিত হয় । মানুষগণ

রাত্রিদিন ইঁহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্ম সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায় । যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না । যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয় । অন্য মনুষ্যেরা সর্বদাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে স্তব স্তুতি করিতে থাকে । যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন ।

দেবতাও বড় জাগ্রত । এমন কাজই নাই যে এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না । পৃথিবীতে এমন সাম-গ্রীই নাই যে এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না । এমন দুঃস্বপ্নই নাই যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না । এমন দোষই নাই যে ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না । এমন গুণই নাই যে তাঁহার অনুগ্রহব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে ; যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি ? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি ? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্মিক বলে—

মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম বলে । মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান হইল । মুদ্রা যাহার নাই তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয় । আমরা যদি “বড় বাঘ” বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রী, প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্র-গণকে বুঝাইবে । কিন্তু মনুষ্যালয়ে “বড় মানুষ” বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই “বড় মানুষ” বলে । যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে “ছোট লোক” বলে ।

‘মুদ্রাদেবীর এই রূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যে মনুষ্যালয়ে হইতে ইহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব । কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম । শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল । ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে । মুদ্রাপূজাই ইহার কারণ । মুদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টায় রত । প্রথম বক্তৃতায় বলিয়া-ছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে সহস্রে প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে । মুদ্রাই তাহার কারণ ।

মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যালোকে বোধ হয়, এমত অনিষ্টই নাই, যে এই দেবীর অনুগ্রহ প্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃত্তাতেই বলিয়াছি, যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী—সর্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের গ্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কোঁতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে, পাছে দীর্ঘ বক্তৃত্তা করিলে, আপনাদিগের বিষয় কন্ঠের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্ম অদ্য এই খানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।”

এই রূপে বক্তৃত্তা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রা-চার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, বিপুল লাঙ্গুলচট্টটার মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোথান করিয়া, হাউ মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনথ মহাশয় গর্জনাশ্বে বলিলেন, “হে ভদ্র ব্যাঘ্র গণ ! আমি অদ্য বক্তার সম্বন্ধে জন্ম তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্তব্য যে বক্তৃতাটা নিতান্ত মন্দ ; মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।”

অমিতোদর। আপনি শাস্ত হউন। সভ্যজাতি-য়েরা অত স্পর্ষ্য করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।”

দীর্ঘনথ। “যে আত্মা। বক্তা অতি সন্ত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে, অধিকাংশ কথা অপ্রাকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্ম কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাঘ্র জাতির কুলরক্ষার্থ যদি কোন বাঘ কোন বাঘিনীকে আপন সহচরী করে, (সহচরী, সঙ্গে চরে) তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। মানুষের বিবাহ ‘সেরূপ’ নহে। মানুষ, স্বভাবতঃ দুর্বল এবং প্রভুভক্ত। সুতরাং

প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক এক জন স্ত্রীলোককে 'আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভুনিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষীর নাম পুরোহিত। বৃহস্পতি মহাশয় বিবাহ মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অর্থার্থ। সে মন্ত্র এই রূপ ;—

পুরোহিত। 'বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে ?'

বর। 'আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুতে নিযুক্ত করিলাম।'

পুরো। 'আর কি ?'

বর। 'আর আমি জন্মের মত ইহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহাৰ যোগানের ভার আমার উপর ;—  
থাইবার ভার উঁহার উপর।'

পুরো। ( কন্যার প্রতি ) 'তুমি কি বল ?'

কন্যা। 'আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সেদিন নাতি মারিয়া ভাইয়া দিব।'



পুরো । 'শুভমস্তু ।'

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে । যথা মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে । মুদ্রা এক প্রকার বিষচক্র । মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয় ; এই জন্ত সচরাচর মুদ্রা সংগ্রহজন্য যত্নবান্ । মনুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে 'না জানি মুদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী ; আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে হইবে ।' একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম । পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম । পর দিবস আমার উদরের পীড়া উপস্থিত হইল । সুতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি ?"

দীর্ঘনথ এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন । পরে, সভাপতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন ;—

“এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয় কর্মের সময় উপস্থিত । বিশেষ, হরিণের পাল কখন আইসে, তাহার স্থিরতা, কি ? অতএব দীর্ঘ কক্তৃতা করিয়া কাল-হরণ কর্তব্য নহে । বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং



বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম । এক কথা এই বলিতে চাহি, যে আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু । আমরা অতি সভ্য পশু । সুতরাং আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে আমরা মনুষ্য-গণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি । বোধ করি, মনুষ্য-দিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদের কাছে এই সুন্দরবনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন । বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদ হইতে পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে । কেন না সভ্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থ শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্তব্য । এই রূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই । অতএব আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন । ব্যাঘ্রদিগের কর্তব্য যে মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন ।”

সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গুলচট্‌চটারবমধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল । তাহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয় কর্মে প্রয়াণ করিলেন ।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলি বড় বড় গাছ ছিল। কতকগুলি বানর, তদুপরি আরোহণ করিয়া, বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতেন। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, “বলি ভায়া ডালে আছ ?”

দ্বিতীয় বানর বলিল, “আজ্ঞে, আছি।”

প্রথম বানর। “আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।”

দ্বি, বা। “কেন ?”

প্র, বা। “এই বাঘেরা আমাদের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা ঝাউক।”

দ্বি, বা। “অবশ্য কর্তব্য। কাজটা আমাদের জাতির উচিত বটে।”

প্র, বা। “আচ্ছা, তবে দেখ বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত ?”

দ্বি, বা। “না। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।”

প্র, বা। “সেই কথাই ভাল ! নইলে কি জানি,

কোন দিন কোন বাঘের সম্মুখে পুড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে ।”

দ্বি, বা । “বলুন কি দোষ !”

প্র, বা । “প্রথম, ব্যাকরণ অশুদ্ধ । আমরা বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত । ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে ।”

দ্বি, বা । “তার পর ?”

প্র, বা । “ইহাদের ভাষা বড় মন্দ ।”

দ্বি, বা । “হাঁ ; উহারা বাঁদুরে কথা কয় না !”

প্র, বা । “ঐ যে অমিতোদর বলিল, ‘ব্যাত্ৰিদিগের কর্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,’ ইহা না বলিয়া যদি বলিত, ‘অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন, তাহা হইলে সঙ্গত হইত ।”

দ্বি, বা । “সন্দেহ কি—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন ?”

প্র, বা । “কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি কথা বলিতে হয়, তাহা উহারা জানে না । বক্তৃতায় কিছু কিচ্‌মিচ করিতে হয়, কিছু লক্ষ্য বাস্প করিতে হয়, দুই একবার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কুদলী ভোজন .

করিতে হয় ; উহাদের কর্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয় ।”

দ্বি, বা । “আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহারা বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না ।”

এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল । এক বানর বলিল, “আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন । সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না । যাহা পূর্বলেখকদিগের চর্বিবতচর্বিবণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য । আমরা বানর জাতি, চিরকাল চর্বিবতচর্বিবণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহা পাপ ।”

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, “আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি । আমি হাজার এক স্থানে বুদ্ধিতে পারি নাই । যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহা দোষ বই আর কি ?”

আর একটি বানর কহিল, “আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না । কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি ; এবং অশ্লান গালিগালাজ

দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি ।”

এইরূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত  
 রহিল । দেখিয়া এক শুলোদর বানর বলিল, যে  
 “আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল  
 বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে । আইস, আমরা কদলী  
 ভোজন করি ।”





## ইংরাজস্তোত্র ।

( মহাভারত হইতে অনুবাদিত )

হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১ ॥

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, বল্লল  
সম্পদযুক্ত ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম  
করি । ২ ॥

তুমি হস্তা—শক্রদলের ; তুমি কর্তা—আইনাদির ;  
তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির । অতএব হে ইংরাজ !  
আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৩ ॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী, শিকারে বল্লমধারী,  
বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট, বেত্রধারী,  
আঁহারে কাঁটা চাম্চে ধারী ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি  
তোমাকে প্রণাম করি । ৪ ॥

তুমি একরূপে রাজপুরী মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য  
কর ; আর একরূপে পণ্যবীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর ; আর  
একরূপে কাছাড়ে চার চাস কর ; অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে !  
আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৫ ॥

তোমার সঙ্কগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ ;  
তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ ; তোমার  
ভমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রাদিতে  
প্রকাশ ।—অতএব হে ত্রিগুণাত্মক ! আমি তোমাকে  
প্রণাম করি । ৬ ॥

তুমি আছ, এই জন্মই তুমি সৎ ! তোমার শত্রুরা  
রণক্ষেত্রে চিৎ ; এবং তুমি উমেদার বর্গের আনন্দ ;  
অতএব হে সচ্চিদানন্দ ! তোমাকে আমি প্রণাম  
করি । ৭ ॥

তুমি ব্রহ্মা, কেন না তুমি প্রজাপতি ; তুমি বিষ্ণু, কেন  
না কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন ; এবং তুমি মহেশ্বর,  
কেন না তোমার গৃহিণী গৌরী । অতএব হে ইংরাজ !  
আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৮ ॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র ; তুমি চন্দ্র, ইনকম  
টেক্স তোমার কলঙ্ক ; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন,  
তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য ; অতএব হে ইংরাজ !  
আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৯ ॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের  
অজ্ঞানাক্রকার দূর হইতেছে ; তুমিই অগ্নি, কেন না সব  
থাও ; তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের । ১০ ॥

তুমি বেদ, আর ঋক্যজুষাদি মানি না ; তুমি স্মৃতি  
—মন্ত্রাদি ভুলিয়া গিয়াছি ; তুমি দর্শন—ন্যায় মীমাংসা  
প্রভৃতি তোমারই হাত । অতএব হে ইংরাজ ! তোমাকে  
প্রণাম করি । ১১ ॥

হে শ্বেতকান্ত ! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদশুভ্র  
মহাশ্মশ্রশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা  
হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব ; অতএব হে  
ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১২ ॥

তোমার হরিতকপিশ পিঙ্গললোহিত কৃষ্ণশুভ্রাদি  
নানা বর্ণশোভিত, অতিযত্নরঞ্জিত, ভল্লকমেদমার্জিত,  
কুস্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি  
তোমার স্তব করিব ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে  
প্রণাম করি । ১৩ ॥

তুমি কলিকালে গৌরান্ধাবতার, তাহার সন্দেহ  
নাই । হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া ; পেণ্টুলন  
সেই ধড়া—আর লুইপ্ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে  
গোপীবল্লভ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৪ ॥

হে বরদ ! আমাকে বর দাও । আমি শামলা



মাতায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও । আমি • তোমাকে প্রণাম করি । ১৫ ॥

হে শুভঙ্কর ! আমার শুভ কর । আমি তোমার খোষামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মন রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৬ ॥

হে মানদ ! আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও ;—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৭ ॥

হে ভক্তবৎসল ! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোক মণ্ডলে মহামানাস্পর্শ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্ত-লিখিত দুই একখানা পত্র বাস্তবমধ্যে রাখিবার স্পর্শ করি—অতএব হে ইংরাজ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৮ ॥

হে অন্তর্যামিন্ ! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্ম । তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি ; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি ; তুমি বিদ্বান্ বলিবে, বলিয়া • আমি লেখাপড়া করি । অতএব হে ইংরাজ ! তুমি

আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৯ ॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিম্পেন্সরি করিব ; তোমার শ্রীতর্থে স্কুল করিব ; তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২০ ॥

হে সোম্য ! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব । আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চসমা দিব, কাঁটা চাম্চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২১ ॥

হে মিস্ত্রভাষিন্ ! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব ; পৈতৃকধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্মাবলম্বন করিব ; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিস্ট্র লেখাইব ; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২২ ॥

হে সুভোজক ! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাঁউরুটি খাই ; নিষিক্ত মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না ; কুকুট আমার জলপান । অতএব হে ইংরাজ ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২৩ ॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব ; কুলীনের জাতি মানিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না তাহা হইলে তুমি

আমার সুখ্যাতি করিবে । অতএব হে ইংরাজ ! তুমি  
আমার প্রতি প্রসন্ন হও । ২৪ ॥

হে সর্বদ ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও ;—  
আমার সর্ববাসনা সিদ্ধ কর । আমাকে বড় চাকরি দাও,  
রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কোন্সিলের মেম্বর কর, আমি  
তোমাকে প্রণাম করি । ২৫ ॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট-হোমে  
নিমন্ত্রণ কর ; বড় বড় কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর  
কর, জুড়িস কর, অনরারী মাজিষ্ট্রেট কর, আমি তোমাকে  
প্রণাম করি । ২৬ ॥

আমার স্পীচ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা  
দাও,—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য  
করিব না । আমি তোমাকেই প্রণাম করি । ২৭ ॥

হে ভগবন্ ! আমি অকিঞ্চন, আমি তোমার দ্বারে  
দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও । আমি  
তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও ।  
হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম  
করি । ২৮ ॥





## বাবু।

জনমেজয় कहিলেন, हे महर्षे ! आपनि कहिलेन ये, कलिषुगे बाबु नामे एक प्रकार मनुष्येरा पृथिवीते आविर्भूत हईबेन । तांहारा कि प्रकार मनुष्य हईबेन एवं पृथिवीते जन्मग्रहण करिया कि कार्य करिबेन, ताहा शुनिते बड़ कौतूहल जन्मितेछे । आपनि अनुग्रह करिया सबिस्तारे वर्णन करुन ।

वैशम्पायन कहिलेन हे नरवर आमि सेई विचित्र-बुद्धि, आहारनिद्राकुशली बाबुगणके आख्यात करिब, आपनि श्रवण करुन । आमि सेई चस्माअलङ्कृत, उदारचरित्र, बहुभाषी, सन्देशप्रिय बाबुदिगेर चरित्र कीर्तित करितेछि, आपनि श्रवण करुन । हे राजन्, यांहारा चित्रवसनावृत, वेदहस्त, रञ्जितकुसुल, एवं

মহাপাটুক, তাঁহারাই বাবু । যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পর-  
ভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাই বাবু । মহারাজ !  
এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা  
মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন । যাঁহাদিগের  
দশেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল  
রসেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু । যাঁহা-  
দিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হইলেও  
পলায়নে সক্ষম ;—হস্ত দুর্বল হইলেও লেখনীধারণে  
এবং বেতনগ্রহণে সুপটু ;—চর্ম কোমল হইলেও সাগর-  
পারনির্মিত দ্রব্য বিশেষের প্রহারসহিষ্ণু ; যাঁহাদিগের  
ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে,  
তাঁহারাই বাবু । যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন,  
সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য  
বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন,  
তাঁহারাই বাবু ।

মহারাজ ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে । যাঁহারা কলি-  
যুগে ভারতবর্ষের রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে  
খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট “বাবু” অর্থে কেরাণী  
বা বাজার সরকার বুঝাইবে । নির্ধনদিগের নিকটে  
“বাবু” শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে । ভৃত্যের  
নিকট “বাবু” অর্থে প্রভু বুঝাইবে । এ সকল হইতে

পৃথক্, কেবল বাবু-জন্মানিব্বাহাভিলাষী কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন । আমি কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্তন করিতেছি । যিনি বিপরীতার্থ করিবেন, তাঁহার এই মহাভারত শ্রবণ নিষ্ফল হইবে । তিনি গো জন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন ।

হে নরাধিপ ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের শ্যায় সমুদ্র-রূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফাটিক পাত্র ইঁহাদিগের গণ্ডুষ । অগ্নি ইঁহাদিগের আঞ্জাবহ হইবেন—“তামাকু” এবং “চুরট” নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইঁহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন । ইঁহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন । এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন । ইঁহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন । তথায় তিনি “মদন আগুন” এবং “মনাগুন” রূপে পরিণত হইবেন । বারবিলাসিনীদিগের মতে ইঁহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন । বায়ুকেই ইঁহারা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্যের নাম রাখিবেন, “বায়ুসেবন” । চন্দ্র ইঁহাদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত । কেহ প্রথমরাত্রে

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষরাত্রে শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন । সূর্য্য ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না । যম ইঁহাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন । কেবল অশ্বিনী-কুমারদিগকে ইঁহারা পূজা করিবেন । অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে “আস্তাবল ।”

হে নরশ্রেষ্ঠ ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দক্ষ কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাত্যস্ত গ্রন্থ-গত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু । যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বার-যোষিতের চীৎকার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু । যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নিগুণ পদার্থ, কস্মে জড়ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু । যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা করিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু । যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলী দ্রব্য, তিনিই বাবু । যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজা সিস্কু, এবং বিষ্ণুর তুল্য লীলা-পটু,



তিনিই বাবু। হে কুরুকুলভূষণ ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর গায়, ইঁহাদের লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ই থাকিবেন। বিষ্ণুর গায় ইঁহারাও অনন্তশয্যাশায়ী হইবেন। বিষ্ণুর গায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার—যথা কেরাণী, মাফটার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, সংবাদপত্র-সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা। বিষ্ণুর গায় ইঁহারা সকল অবতारेই অমিতবল পরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতारे বধ্য অসুর দপ্তরী ; মাফটার অবতारे বধ্য ছাত্র ; ফেশ্যন মাফটার অবতारे বধ্য টীকেটহীন পথিক ; ব্রাহ্মাবতारे বধ্য চালকলা প্রত্যাশী পুরোহিত ; মুৎসুদ্দী অবতारे বধ্য বণিক ইংরাজ ; ডাক্তার অবতारे বধ্য রোগী ; উকীল অবতारे বধ্য মোয়াক্কল ; হাকিম অবতारे বধ্য বিচারার্থী ; জমীদার অবতारे বধ্য প্রজা ; সম্পাদক অবতारे বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্মা অবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য ।

মহারাজ ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ, এবং কার্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতল



মধ্যে, বার্কাক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু । যাঁহার ইচ্ছা দেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদ পত্র, এবং তীর্থ “শ্যাশানেল থিয়েটার,” তিনিই বাবু । যিনি মিসনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু । যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধু গৃহে মদ খান, বেষ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলা ধাক্কা খান, তিনিই বাবু । যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু । যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদগ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু ।

হে নরনাথ ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম ; তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে, যে আমরা তাম্বূল চর্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারত-বর্ষের পুনরুদ্ধার করিব ।

• • জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব ! • বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন ।



## গর্দভ ।

হে গর্দভ ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল  
ভোজন করুন । ১ ।

আমি বহুযত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল  
হইতে, নবজলকগানিষেকসুরভি তৃণাগ্রভাগ সকল আহরণ  
করিয়া আনিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া,  
মুক্তানিন্দিত দন্তে ছেদন পূর্বক আমার প্রতি কৃপাবান  
হউন ।

হে মহাভাগ ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে,  
কেন না আপনাকেই সর্বত্র দেখিতে পাই । অতএব হে  
কিশ্বব্যাপিন্ ! আমার পূজা গ্রহণ করুন ।

আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা

দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন ।

হে গর্দভ ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র । যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ, দেখিয়া থাকি । তুমি উচ্চাসনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক । লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে ।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ । তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে । তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিস্থখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক ।

হে বৃহস্পতি ! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্বস্ব কানাইকে দাও ; তোমার দয়ার পার নাই ।

হে রজকগৃহভূষণ ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাস্কুল সঙ্কোচন পূর্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতীমণ্ডপ মধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দভলোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া

দিতেছ । বালকেরা গর্দভ লোকে প্রবেশ করিলে, “প্রবে-  
শিকায় উত্তীর্ণ হইল” বলিয়া, মহা গর্জন করিয়া থাক ।  
শুনিয়া আমরা ভয় পাই ।

হে প্রকাণ্ডোদর ! তুমিই চতুর্পাঠীমধ্যে কুশাসনে  
উপবেশন করিয়া, তৈলনিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী  
অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও । তোমার কৃত  
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি । অতএব  
হে মহাপশো ! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাকুর ভোজন  
কর ।

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা—তুমি নহিলে আর কাহা-  
রও প্রতি কমলার দয়া হয় না । তিনি তোমাকে কখনও  
ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাঁহাকে বুদ্ধির গুণে সর্বদাই  
ত্যাগ করিয়া থাক । এই জন্মই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক ।  
অতএব হে সুপুচ্ছ ! তৃণ ভোজন কর ।

তুমিই গায়ক । ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, প্রভৃতি সপ্ত-  
স্বরই তোমার কণ্ঠে । অন্ত্রে বহুকাল, তোমার অনুকরণ  
করিয়া, দীর্ঘ শ্বশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস  
করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে । হে ভৈরবকণ্ঠ !  
ঘাস খাও ।

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ ।  
তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে

কেন ? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব  
পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন ? তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে  
বৃদ্ধ সেন রাজা ছিলে,—নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান  
কেন ?

তুমি নানা রূপে, নানাদেশ আলো করিয়া যুগে যুগে  
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ । এক্ষণে তপস্শ্রাবলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি  
বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ । হে লোমসা-  
বতার ! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাকুর সকল ভক্ষণ  
কর, আমি আহ্লাদিত হইব ।

হে মহাপৃষ্ঠ ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন  
পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোবার গাঁটিরি বহ । হে লোমশ !  
কোনটি গুরুভার আমায় বলিয়া দাও ।

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থ-  
কারের মাথা খাও ; হে লোমশ ! কোনটা সুভক্ষ্য,  
অর্ববাচীনকে বলিয়া দাও ।

হে সুন্দর ! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত  
হইয়াছি । তুমি যখন গাছ তলায় দাঁড়াইয়া, নববর্ষা-  
সারসিক্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ উদ্ধোখিত করিয়া,  
মুখচন্দ্র বিনত করিয়া, চক্ষু দুটি ক্ষণে মুদিত ক্ষণে  
উন্মোষিত করিতে করিতে ভিজিতে থাক,—তোমার পৃষ্ঠে,  
মুণ্ডে এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে—তখন তোমাকে

আমি বড় সুন্দর দেখি । হে লোকমনোমোহন ! কিছু ঘাস খাও ।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শাস্ত্র, বেগ দেন নাই এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান্ , এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী । আমি তোমার যশোগান করিতেছি , ঘাস খাইয়া সুখী কর ।





## দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন ।

আমরা স্ত্রীজাতি, নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া আজি কালি আমাদের উপর বড় অত্যাচার হইতেছে । পুরুষের এক্ষণে বড় স্পর্ধা হইয়াছে, ভর্তৃগণ স্ত্রীকে আর মানে না, স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশবর্তী নহে । এই সকল বিষয়ের সুনিয়ম করিবার জন্ত আমরা স্ত্রীস্বত্ব-রক্ষণী সভা সংস্থাপিতা করিয়াছি । সে সভার পরিচয় যদি সাধারণে সবিশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাঁহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ করিব । এক্ষণে বল্লেখ্য এই যে আমাদের স্বত্বরক্ষার্থ সভা হইতে

একটি বিশেষ সদুপায় হইয়াছে । আমরা এ বিষয়ে ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেন্টে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছি । এবং তৎ-সমভিব্যাহারে ভর্তৃশাসনার্থ একটি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি ।

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন ? অতএব এই আইন সত্বরে পাস হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করিবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম । অনেক বাবুলোক বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ সচরাচর ভাল হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাজিতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানে স্থানে ইংরাজির সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই পাঠাইলাম । ভরসা করি বঙ্গদর্শনকারক একবার আমাদের অনুবোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ করিয়া ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন । সকলেই দেখিবেন যে



---

এই আইনটিতে নূতন কিছু নাই ; সাবেক Lex Non Scripta কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র ।

শ্রীমতী অন্তমুন্দরী দাসী ।

শ্রীমতী রক্ষণী সভার সম্পাদিকা ।

---

# THE MATRIMONIAL PENAL CODE.

## CHAPTER I.

### INTRODUCTION.

Whereas it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who dispute the supreme authority of Woman, it is hereby enacted as follows :

1. This Act shall be entitled the "Matrimonial Penal Code" and shall take effect on all natives of India in the married state.

## CHAPTER II.

### DEFINITIONS.

2. A husband is a piece of moving and movable property at the absolute disposal of a woman.

### ILLUSTRATIONS.

(a) A trunk or a workbox is not a husband, as it is not a moving, though a movable piece of property.

## দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন ।

### প্রথম অধ্যায় ।

স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির স্বেচ্ছাসনের জন্ত এক বিশেষ আইন করা উচিত, এই কারণ নিম্নের লিখিত মত আইন করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন “দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন” নামে খ্যাত হইবে । ভারতবর্ষীয় যে কোন দেশী বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান থাকিবে ।

### দ্বিতীয় অধ্যায় ।

#### সাধারণ ব্যাখ্যা ।

২ ধারা । কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি তাহাকে স্বামী বলা যায় ।

#### উদাহরণ ।

• (ক) বাস্ক তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে ।

(b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own.

(c) Men in the married state, having no will of their own, are husbands.

3. A wife is a woman having the right of property in a husband.

#### EXPLANATION.

The right of property includes the right of flagellation.

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

### CHAPTER III.

#### OF PUNISHMENTS.

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are ;

#### FIRST, IMPRISONMENT.

Which may be either within the four walls of a bed-room, or within the four walls of a house.

(খ) গোক বাছুরও স্বামী নহে, কেন না যদিও গোক বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য করিবার ক্ষমতা আছে । সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে ।

(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য করিতে পারেন না, এজন্য গোক বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাঁহা-দিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে ।

৩ধারা । যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী ।

অর্থের কথা ।

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্ত্বাধিকার থাকে তাহাকে মারপিট করিবারও স্বত্ত্বাধিকার থাকিবে ।

৪ধারা । পূর্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত বিশেষকে বিবাহ বলে ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

দণ্ডের কথা ।

৫ধারা । এই আইনের বিধান মতে অপরাধীদিগের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে ।

• প্রথম । কয়েদ ।

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ, অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ ।

Imprisonment is of two descriptions, namely,

(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words.

(2) Simple.

SECONDLY, Transportation, that is to another bed-room.

THIRDLY, Matrimonial servitude.

FOURTHLY, Forfeiture of Pocket money.

6. "Capital punishment" under this Code, means that the wife shall run away to her paternal roof, or to some other friendly house, with the intention of not returning in a hurry.

7. The following punishments are also provided for minor offences.

FIRST, Contemptuous silence on the part of the wife.

SECONDLY, Frowns.

THIRDLY, Tears and lamentation.

FOURTHLY, Scolding, and abuse.

#### CHAPTER IV.

##### GENERAL EXCEPTIONS.

8. Nothing is an offence which is done by a wife.

কয়েদ দুই প্রকার ।

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত ।

(২) বিনা তিরস্কার ।

দ্বিতীয় । শয্যাস্তর প্রেরণ বা শয্যাগৃহাস্তর প্রেরণ ।

তৃতীয় । পত্নীর দাসত্ব ।

চতুর্থ । সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাকা বন্ধ ।

৬ধারা । এই আইনে “প্রাণদণ্ড” অর্থে বুঝাইবে, যে স্ত্রী বাপের বাড়ী কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আঁসিতে চাহিবেন না ।

৭ধারা । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে ।

প্রথম । মান ।

দ্বিতীয় । জুকুটী ।

তৃতীয় । অশ্রবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন ।

চতুর্থ । গালি তিরস্কার ।

### চতুর্থ অধ্যায় ।

সাধারণ বর্জিত কথা ।

৮ধারা । স্ত্রীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না ।

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

## CHAPTER V.

### OF ABETMENT.

11. A person abets the doing of a matrimonial offence who

FIRST, Instigates, persuades, induces, or encourages a husband to commit that offence,

SECONDLY, Joins him in the commission of that offence, or keeps him company during its commission.

#### EXPLANATION.

A man not in the married state or even a woman, may be an abettor.

#### ILLUSTRATIONS.

(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink together. Drinking is a matrimonial offence. C has abetted A.



৯ধারা । স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না ।

১০ধারা । ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে পারিবেন না যে, আমি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই ।

### পঞ্চম অধ্যায় ।

অপরাধের সহায়তার বিধি ।

১১ধারা । যে কোন ব্যক্তি—

প্রথম । অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, বা উৎসাহিত বা উদ্যুক্ত করে

দ্বিতীয় । বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে

তবে বলা যায় যে ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে ।

অর্থের কথা ।

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিতে পারে ।

উদাহরণ ।

(ক) রাম, কামিনীর স্বামী । যদু অবিবাহিত পুরুষ । উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল । মদ্যপান একটা দাম্পত্য অপরাধ । যদু, রামের সহায়তা করিয়াছে ।

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other ways than those which C approves.

As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B.

12. When a man in the married state abets another man in the married state in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. Provided that he can be so punished only by a competent court.

#### EXPLANATION.

A competent court means the wife having right of property in the offending husband.

13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations.

### CHAPTER VI.

#### OF OFFENCES AGAINST THE STATE.

14. "The State" shall in this Code mean the married state only.

(খ) হরমণি, রামের মা । রাম কামিনীর স্বামী । কামিনী যেরূপে টাকা খরচ করিতে বলে সেরূপে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল । স্ত্রীর অনভিমত খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ । হরমণি তাহার সহায়তা করিয়াছে ।

১২ ধারা । যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয় । কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে না ।

অর্থের কথা ।

ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায় ।

১৩ ধারা । স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, তিরস্কার, জুকুটী, এবং অশ্র-বর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

স্ত্রী বিদ্রোহিতার অপরাধ ।

১৪ ধারা (অনুবাদক অক্ষয়)

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished capitally, that is by separation, or by transportation to another bed-room and shall forfeit all his pocket-money.

16. Whoever induces friends or gains over children to side with him or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against the wife shall be punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations.

17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife shall be guilty of incontinence.

#### EXPLANATION.

(1) To show the slightest kindness to a young woman who is not the wife, is to render such young woman allegiance.

#### ILLUSTRATION.

A is the husband of B, and C is a young woman. A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat. A has rendered allegiance to C.

১৫ ধারা । ' যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করায় সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শয্যাগৃহ পৃথক্ হইবে এবং তাহার খরচের টাকা জব্দ হইবে ।

১৬ ধারা । যে কেহ বন্ধুবর্গকে মুরবির ধরিয়া বা সম্মানদিগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যাগৃহান্তরে প্রেরিত হইবে, এবং তিরস্কার, অশ্রবর্ষণ এবং রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে ।

১৭ । যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকেব প্রতি আসক্ত, তাহার অপরাধের নাম লাম্পাট্য ।

অর্থের কথা ।

প্রথম । স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পাট্য গণ্য হইবে ।

উদাহরণ ।

রাম কামিনীর স্বামী । বামা অন্য এক যুবতী । বামার শিশু সম্মানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া, রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয় । রাম বামার প্রতি আসক্ত ।

## EXPLANATION.

(2) Wives shall be entitled to imagine offences under this section, and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence.

The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence.

## EXPLANATION.

(3) The right of imagining offences under this section shall be held to belong in general to old wives, and to women with old and ugly husbands; and a young wife shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper, or was brought up a spoilt child or is herself supremely ugly.

18. Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all the punishments mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code.

## CHAPTER VII.

## OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY AND NAVY.

19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the daughters and daughters-in-law.

অর্থের কথা ।

দ্বিতীয় । স্বামীদিগকে নিষ্কারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা, স্ত্রীলোকদিগের অধিকার রহিল । আমি এ অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না ।

“অপরাধ করিয়াছে” বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে ।

অর্থের কথা ।

তৃতীয় । নিষ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ রূপে বর্তিবে অথবা যাহাদিগেব স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্তিবে । যদি কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাঁহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে, যে তিনি নিজে বদমেজাজি, বা আত্মরে মেয়ে, বা তিনি নিজে কদাকারী ।

১৮ ধারা । যে কেহ লম্পট হইবে সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দণ্ডও হইতে পারিবে ।

সপ্তম অধ্যায় ।

পল্টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয়  
অপরাধ ।

১৯ ধারা । এ আইনে পল্টন অর্থে ছেলের দল, নাবিক সেনা বি বউ ।

20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations.

## CHAPTER VIII.

### OF OFFENCES AGAINST THE DOMESTIC TRANQUILLITY.

21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husbands is,

FIRST, To drink as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial offence.

SECONDLY, To overawe by show of authority their wives from the exercise of the lawful authority of such wives.

THIRDLY, To resist the execution of a wife's order.

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding.



২০ ধারা । 'যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধু কর্তৃক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে ।

### অষ্টম অধ্যায় ।

সূহ্মধ্যে শাস্তি ভঙ্গনের অপরাধ ।

২১ ধারা । দুই কি তাহার অধিক বিবাহিত ব্যক্তির জনতা হইলে যদি জনতাকারীদের নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে তবে "বে আইনজনতা" বলা যায় ।

প্রথম । যদি মদ্যপান করা কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকে,

দ্বিতীয় । যদি আশ্ফালন দ্বারা পত্নীদিগকে আইন মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে,

তৃতীয় । যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্মের প্রতিবন্ধক হইবার অভিপ্রায় থাকে ।

২২ ধারা । যে কেহ "বে আইন জনতার ব্যক্তি" হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সহিত কয়েদ হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের সহিত দণ্ডনীয় হইবে ।

---

## OF DRINKING WINE AND SPIRITS.

23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirits.

24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to drink.

### EXPLANATION.

He is said to drink even though he never touch the liquid himself.

25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also be liable to scolding.

### OF RIOTING.

26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic rioting.

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations.

মদ্যপানের কথা ।

২৩ ধারা । যে কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পাত্রে পীত হয় তাহা মদ্য ।

২৪ ধারা । উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে সেই মদ্য-পায়ী ।

অর্থের কথা ।

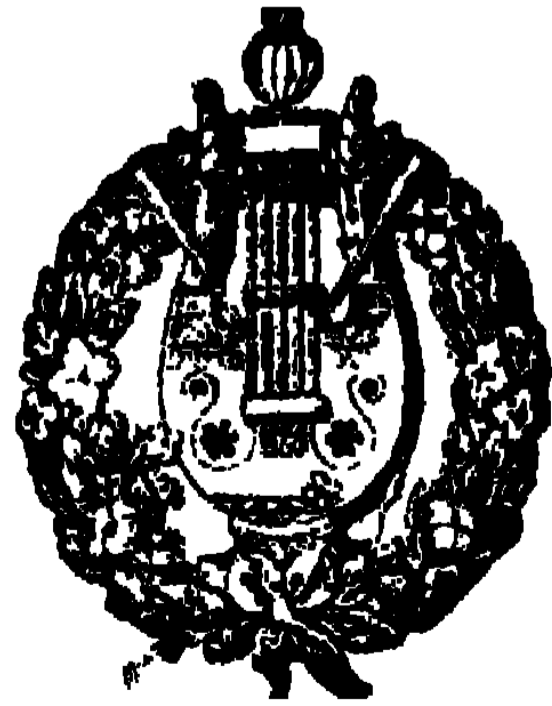
সে ঐ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপায়ী ।

২৫ ধারা । যে মদ্যপায়ী সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে, এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে ।

হাস্তামার কথা ।

২৬ ধারা । যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, সে হাস্তামা করে ।

২৭ ধারা । যে কেহ গৃহমধ্যে হাস্তামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোদন ।





## বসন্ত এবং বিরহ ।

রামী । সখি, ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন । আইস আমরা বসন্ত বর্ণনা করি । বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী ; পূর্বগামিনী বিরহিণীগণ চিরকাল বসন্তবর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি ।

বামী । সেই, ভাল বলিয়াছ । আমরা বালিকা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া কেবল কুটনো কুটিয়া মরিনাম, আইস অদ্য কাব্যলোচনা করি ।

রামী । সেই ! তবে আরম্ভ করি । সখি ! ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে । দেখ, পৃথিবী কেমন

অনির্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন । দেখ, চূতলতা কেমন  
নব মুকুলিত—

বামী । বৃক্ষে বৃক্ষে শজিনা খাড়া বিলম্বিত—

রামী । মলয় মারুত মৃদু মৃদু প্রধাবিত—

বামী । তদ্বাহিত ধূলায় দস্ত কিচ্কিচিত ।

রামী । দূর ছুঁড়ি—ওকি ! শোন্ । ভ্রমরগণ  
পুষ্পের উপর গুণ্ গুণ্ করিতেছে—

বামী । মাছিগণ ভাতের উপর ভন্ ভন্ করি-  
তেছে—

রামী । বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে কুহু কুহু  
করিতেছে—

বামী । গাজন তলায় ঢাকিগণ অষ্টমস্বরে চড় চড়  
করিতেছে ।

রামী । না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণন হয় না ।  
আমি শ্যামীকে ডাকি । আয় সই শ্যামি আমরা বসন্ত  
বর্ণনা করি ।

(শ্যামী আসিল)

শ্যামী । আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া  
জানি না ; একটু একটু জানি মাত্র, আমি সকল বুঝিতে  
পারিব না—আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে  
হবে ।

বামী । আচ্ছা ! দেখ সখি, বসন্ত কি অপূর্ব সময় !  
কেমন চূতলতা সকল নব মুকুলিত—

শ্যামী । সই, আঁবের গাছই দেখিয়াছি ; আঁবের লতা  
কেন গুলা ?

রামী । আঁবের লতা আছে শুনিয়াছি কিন্তু কখন চক্ষে  
দেখি নাই । দেখি না দেখি, চূতলতা ভিন্ন চূত বৃক্ষ কখন  
পড়ি নাই । তবে চূতলতাই বলিতে হইবে চূত বৃক্ষ বলা  
হইবে না ।

শ্যামী । তবে বল ।

বামী । চূত লতিকা নব মুকুলিত হইয়া—

শ্যামী । সই ! এই বলিলে চূত লতা—আবার  
লতিকা হইল কেন ?

বামী । আরও কিছু মিষ্ট হইল । চূত লতিকা নব  
মুকুলিত হইয়া চারিদিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে—

বামী । ভাই, আঁবের বোল যে বসন্ত কালে চুঁইয়ে  
গিয়া কড়েরা ধরে ।

শ্যামী । বলিলে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ  
দেখি ।

রামী । তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া  
বৃক্ষার করিতেছে শুনিয়া আমরাদিগের প্রাণ ধাহির  
হইতেছে ।

শ্যামী । আহা ! সখি, সত্যই বলিয়াছ । সেই, ভ্রমর  
কাকে বলে ?

রামী । মর নেকি, তাও জানিসনে । ভ্রমর বলে  
ভোম্রাকে ।

শ্যামী । ভোম্রা কোন্ গুলো ভাই ?

রামী । ভোম্রা বলে ভিমরুলকে ।

শ্যামী । তা ভাই ভিমরুল তাঁবের বোল দেখে পাগল  
হয় কেন ? ভিমরুলের পাগলামি কেমন তর ? ওরা কি  
আবোল তাবোল বকে ?

রামী । কে বলেছে পাগল হয় ?

শ্যামী । ঐ যে তুমি বলিলে “উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার  
করিতেছে ।”

রামী । কোন্ শব্দে তুমি আমাদের কাছে বসন্ত বর্ণনা  
করিবে ।

শ্যামী । ভাই রাগ কর কেন ? তুমি বেশী লেখা পড়া  
শিখেছ, আমি কম শিখেছি—আমায় বুঝাইয়া দিলেই ত  
হয় । সকলেই কি তোমার মত রসিকে ?

রামী । ( সাহস্কারে ) আচ্ছা তবে শোন ।  
ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে ।  
তাহাদিগের গুণ্ গুণ্ রবে আমাদের প্রাণ বাহির  
হইতেছে ।

শ্যামী । সেই ভোমরার ডাক “গুণ্ গুণ্” না  
“ভেঁ ভেঁ” ?

রামী । কবিরা বলেন “গুণ্ গুণ্ ।”

শ্যামী । তবে গুণ্ গুণ্ ই বটে । তা উহাতে আমা-  
দের প্রাণ বাহির হয় কেন ? ভিমরুল কামড়াইলে প্রাণ  
বাহির হয় জানি, কিন্তু ভিমরুল ডাকিলেও কি মরিতে  
হইবে ?

রামী । এ পর্য্যন্ত সকল বিরহিণীগণ গুণ্ গুণ্ রবে  
মরিয়া আসিতেছে, তুই কি পীর যে মরিবি না ?

বামী । আচ্ছা ভাই, শাস্ত্রে যদি লেখে ত নাহয় মরিব ।  
কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ভিমরুলের ডাকে মরিতে  
হইবে, না বোলতা মোমাছি গুব্বরে পোকের ডাক শুনিলেও  
অস্তর্জলে শুইব ?

রামী । কবিরা শুধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন ।

বামী । কবিদের বড় অবিচার । কেন, গুব্বরে পোকা  
কি অপরাধ করেছে ?

রামী । তোর মরতে হয় মরিস্ এখন শোন ।

বামী । বল ।

রামী । কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান  
করিতেছে ।

শ্যামী । পঞ্চম স্বর কি ভাই ?



রামী । কোকিলের স্বরের মত ।

শ্যামী । আর কোকিলের স্বর কেমন ?

রামী । পঞ্চম স্বরের মত ।

শ্যামী । বুঝিয়াছি । তার পর বল ।

রামী । কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান  
করিতেছে ; তাহাতে বিরহিণীর অঙ্গ জ্বর জ্বর হইতেছে ।

বামী । আর কুকুড়োর পঞ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন  
করে ?

রামী । মরণ আর কি, কুকুড়োর আবার পঞ্চম স্বর  
কি লো ?

বামী । আমার তাতেই অঙ্গ জ্বর জ্বর হয় । কুকুড়া  
ডাকিলেই মনে হয় যে তিনি বাড়ী এলেই আমায় ঐ সর্বব-  
নেশে পাকো রাখিয়া দিতে হবে ।

রামী । তার পর মলয় সমীরণ । মৃদু মৃদু মলয় সমীরণে  
বিরহিণী সিহরিয়া উঠিতেছে ।

শ্যামী । শীতে ?

রামী । না—বিরহে । মলয় সমীরণ অণ্ডের পক্ষে শীতল  
কিন্তু আমাদের পক্ষে অগ্নিতুল্য ।

বামী । সই, তা সকলের পক্ষেই । এই চৈত্র মাসের  
চুপুরে রৌদ্রের বাতাস আগুনের হকা বন্নিয়া কাহার বোধ  
হয় না ?

রামী । 'ও লো আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি না ।

শ্যামী । বোধ হয় তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলিতেছ । উত্তুরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, মলয় বাতাস তেমন নয় ।

রামী । বসন্তানিলস্পর্শে অঙ্গ সিহরিয়া উঠে ।

বামী । গায়ে কাপড় না থাকিলে উত্তুরে বাতাসেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে ।

রামী । মর ছুঁড়ি, বসন্তকালে কি উত্তুরে বাতাস বয়, যে আমি বসন্তবর্ণনায় উত্তুরে বাতাসের কথা বলিব ?

বামী । উত্তুরে বাতাসই এখন বয় । দেখ এখনকার যত ঝড় সব উত্তুরে । আমার বোধ হয় বসন্তবর্ণনে উত্তুরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত । আইস আমরা বঙ্গদর্শনে লিখিয়া পাঠাই, যে ভবিষ্যতে কবিগণ বসন্তবর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তুরে ঝড়ের বর্ণনা করেন ।

রামী । তাহা হইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে ? তাহারা কি লইয়া কাঁদিবে ?

শ্যামী । সখি, তবে থাক । এক্ষণে তোমার বসন্তবর্ণনা—উহঃ উহঃ সখি ! মোলেম, মোলেম, গেলেম রে ! গেলেম রে ! [ভূমে পতন চক্ষু মুদিত]

রামী । কেন, কেন, সই কি হয়েছে ? হঠাৎ অমন হলে কেন ?

শ্যামী । ( চক্ষু বুজিয়া ) ঐ শুনিলে না ? ঐ সেওড়া গাছে কোকিল ডাকিতেছে ।

রামী । সখি আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও,—তোমার প্রাণকান্ত শীঘ্রই আসিবেন । সই, আমারও ঐরূপ যন্ত্রণা হইতেছে । নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছে । ( চক্ষু মুছিয়া ) পাড়ার সকল পুকুরের যদি জল না শুকাইত, তবে এতদিন ডুবিয়া মরিতাম । হে হৃদয়-বল্লভ, জীবিতেশ্বর ! হে রমণীজনমনোমোহন ! হে নিশা-শেযোন্মেষোন্মুখকমলকোরকোপমোত্তেজিতহৃদয়-সূর্য্য ! হে অতলজলদলতলন্তুরত্নরাজিবন্যহামূল্যপুরুষ-রত্ন ! হে কামিনীকণ্ঠবিলম্বিতরত্নহারাধিক প্রাণাধিক ! আর প্রাণ বাঁচে না । আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, বিকলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীনা, শ্রীহীনা,—আর প্রাণ বাঁচে না । আর কতদিন তোমার আশা-পথ চাহিয়া থাকিব । যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবান্ধবের আশা করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা করিয়া থাকে—আমি তেমনি তোমার আশা করিতেছি ।

শ্যামী । ( কাঁদিতে কাঁদিতে ) যেমন রাখাল, হারাণ গোকুর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাহরক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণ-বন্ধো ! আমি তেমনি তোমার আশা করিয়া আছি । যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মার্জ্জার গমন করে, তেমনি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার মন গিয়াছে । যেমন উচ্ছিষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে, বুভুক্ষু কুকুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে । যেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাণ্ডকার বলদ ঘুরিতে থাকে, তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয় রূপ ঘানিগাছে ঘুরিতেছে । যেমন লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কৈ মাছ ভাজে তেমনি এই বিরহ চাটুতে বসন্ত রূপ তপ্ত তৈলে আমার হৃদয় রূপ কই মাছকে অহরহ ভাজিতেছে । যেমন এই বসন্তকালের তাপে শজিনা খাড়া ফাটিতেছে, তোমার বিরহ সস্তাপে তেমনি আমার হৃদয় খাড়া ফাটিতেছে । যেমন এক লাঙ্গলে যোড়া গোকু যুড়িয়া ক্ষেত্রে চাসা ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেমলাঙ্গলে বিরহ এবং বারস্ত্রীভক্তিরূপ যোড়া গোকু যুড়িয়া আমার 'স্বামী চাসা' আমার হৃদয়ক্ষেত্রে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন । কথায় আর কি বলিব । বিরহের জ্বালায়

আমার ডালে নুণ হয় না, পাণে চূণ হয় না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্ষীরে মিষ্ট হয় না। সখি, বিরহের দুঃখ যে দিন মনে হয়, সে দিন আমি তিন বেলা বই খাইতে পারি না ; আমার দুধের বাটী অমনি পড়িয়া থাকে। (চক্ষু মুছিয়া ) সখি, তোমার বসন্ত বর্ণনা সমাপ্ত কর, দুঃখের কথায় আর কাজ নাই।

বামী । আমার বসন্ত বর্ণনা শেষ হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, মলয় মারুত এবং বিরহ এই চারিটার কথাই বলিয়াছি আর বাকি কি ?

বামী । দড়ি আর কলসী ।





## সুবর্ণ গোলক ।

কৈলাস শিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদাকৃতলায়  
শাদ্দূলচক্ষ্যাসনে বসিয়া হরপার্বতী পাশা খেলিতেছিলেন ।  
বাজি একটি স্বর্ণ-গোলক । মহাদেবের খেলায় দোষ এই—  
আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্রমন্তনের  
সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না । গৌরী  
আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন  
পূজা । আর খেলায় যত হুক না হুক, কানাইয়ে  
অধিতীয়া, কেননা তিনিই আদ্যাশক্তি । মহাদেবের  
ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাঁধান—আপনার  
যদি পড়ে 'পাঁচ দুই . সাত, তবে হাঁকেন  
পোয়া বারো । হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি

কটাক্ষ করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না। বলা বাহুল্য যে দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্বতীকে স্বীকৃত কাঞ্চন গোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া, পঞ্চানন ভ্রুকুটী করিয়া কহিলেন, “আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?”

উমা কহিলেন, “প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূৰ্ণ শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।”

গিরিশ বলিলেন, “ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু, এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতিলয় করিতেছি তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার, তাহা সেই সকল নিয়মাবলির বলেই ঘটবে। কাঞ্চন গোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়ম ভঙ্গ দোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য্য দর্শন কর।”

কালীকান্ত বসু বড় বাবু । বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল পুনর্ববার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন । তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর । তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল । কালীকান্ত বাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শশুরবাড়ী যাইতে ছিলেন । শশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামে" বাস । কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমাণ্টো বহিয়া যাইতেছিল । পশ্চিমধ্যে কালীকান্ত বাবু দেখিলেন একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে । বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন । দেখিলেন, সুবর্ণ বটে । প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন ; বলিলেন, “এটা সোণার দেখিতেছি । কেহ হারাইয়া থাকিবে । যদি কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব । নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব । এখন রাখ ।”

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে পথে পোর্টমাণ্টো নামাইল । পরে কালীকান্ত বাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে, লুকাইল ।

কিন্তু ‘রামা’ আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না । কালীকান্ত বাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন ।



রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । তখন রামা বলিল, “ওরে রামা ।”

বাবু বলিলেন “আজ্ঞা !” রামা বলিল, “তুই বড় বে-আদব, দেখিস্ যেন আমার শশুরবাড়ী গিয়া বেআদবি করিস্ না । তাহারা ভদ্রলোক ।”

বাবু বলিলেন, “আজ্ঞে তাকি পারি ? আপনি হচ্ছেন মুনিব—আপনার কাছে কি বেআদবি করিতে পারি ?”

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, “প্রভো, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । আপনার স্বৰ্ণগোলকের কি গুণ এ ?”

মহাদেব বলিলেন, “গোলকের গুণ চিন্তাবিনিময় । আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব । রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর । কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে কালীকান্ত বাবু ।”

কালীকান্ত বাবু যখন শশুর বাড়ী পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার শশুর অন্তঃপুরে । কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল । দ্বারবান্‌ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে “আরে ও খানসামাজি, তোম হুঁয়া মং বইঠিও—তোম হামারা পাশ আও ?” শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে—“যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোর আপনার কাজ করগে ।”

দ্বারবান্‌ পোর্টমাণ্টো নামাইয়া নিল । কালীকান্ত বলিল “দরওয়ানজি, বাবুকে অমন করিয়া অপমান করিও না, উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন ।”

দ্বারবান্‌ জামাই বাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না । কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, মনে করিল যেখানে জামাই বাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন । দ্বারবান্‌ তখন ভক্তিতাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, “গোলাম্‌ কি কসুর মাপ কি জিয়ে !” রামা কহিল, “আচ্ছা তামাকু ভেজ দেও !”

শশুর বাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য । সেই বাঁধা হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল । রামা, তাকিয়ার হেলান দিয়া, তামাকু খাইতে লাগিল । কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া কলিকায় তামাকু

খাইতে লাগিল । উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল, “দাদা ঠাকুর, এ কি এ ?” কালীকান্ত কহিল, “ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি ?”

উদ্ধব গিয়া অস্ত্রপুরে কর্তাকে সংবাদ দিল, “জামাই বাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাই বাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না ।”

কর্তা নীলরতন বাবু শীঘ্র বহির্বাটাতে আসিলেন । কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাক্ষাতে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল । রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধূলা লইয়া কোলাকুলি করিল । নীলরতন ভাবিল, “সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে— তবে জামাই বাবাজিকে কেমন কেমন দেখিতেছি ।”

নীলরতন বাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথা বার্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । এদিকে অস্ত্রপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল । কালীকান্ত বলিল, “বাপরে আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি ! আগে বাবুকে জল খাওয়াও । তার পর আমার হবে এখন । -আমি, মা ঠাকুরণ, আপনাদের খাচ্ছিইত ।”

“মাঠাকুরাণ” শুনিয়া পরিচারিক মনে করিল, “জামাইবাবু আমাকে একজন শ্বশুরী টাশুরী মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন, আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বইত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিন্তে পারেন—কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকই মানুষ চেনে না।” অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাইবাবুর উপর বড় খুসি হইয়া অস্তঃপুরে গিয়া বলিল, “জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল—সঙ্গের মানুষটা না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও তবে জামাই খাবেন।”

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, “সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা, তার যায়গা হউক, বাহিরে, আর জামাইয়ের যায়গা হউক, ভিতরে।” গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল “একি অলৌকিকতা ?” এদিকে দাসী কালীকান্তকে অস্তঃপুরে ডাকিয়া আনিয়া ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, “আমাকে ঘরের ভিতর কেন ? আমাকে এই-

খানে হাতে ছুটা খোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই।” শুনিয়া শালীরা বলিল, “বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই।” কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, “আজ্ঞে আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য?” একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি বলিল, “আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—যার তামাসার যোগ্য তার কাছে চল।” এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সায়টানে প্রণাম করিল।

কামসুন্দরী দেখিয়া, চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, “ওকি ও রঙ্গ—এ আবার কোন্ ঠাট্টা শিখিয়া আসিয়াছ?” শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, “আজ্ঞে আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি মনিব!”

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, “তুমি চাকর, আমি মনিব, সে আজ না কাল? যতদিন আমার বয়স আছে ততদিন এই সম্পর্কই থাকিবে। এখন জল খাও।”

কালীকান্ত মনে করিল, “বাবা, এঁরা কথার ভাব যে কেমন কেমন । আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই । তা, আমার সরাই ভাল ।” এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধরিল, বলিল, “ওরে আমার সোণার চাঁদ ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক ! আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না ।” এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল ।

কালীকান্ত আশ্চর্যকাতরতার সহিত হাত ষোড় করিয়া বলিতে লাগিল, “দোহাই বোঁঠাকুরাণি, আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই ।” কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, “তুমি যে চরিত্রের লোক আমি বেশ জানি—এখন জল খাও ।”

কালীকান্ত বলিল, “যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে । আপনার কাছে হাত ষোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরু-জন—আমায় ছাড়িয়া দিন ।”

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয় ; মনে করিল যে এ এক-

তর নূতন রসিকতা বটে । বলিল, “প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে ।” এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্ত টানিতে লাগিল ।

হস্তধারণ মাত্র, কালীকান্ত সর্বনাশ হইল মনে করিয়া “বাবারে, গেলামরে, এগোরে, আমায় মেরে ফেল্লেরে” বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল । চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া আসিল । মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া কামসুন্দরী স্বামীর বস্ত্র ছাড়িয়া দিল । কালীকান্ত অবসর পাইয়া উদ্ধ্বাসে পলায়ন করিল ।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি লা কামি—জামাই অমন করে উঠলো কেন ? তুই কি মেরে-ছিষ্ ?”

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কহিল, “মারিব কেন ? আমি মারিব কেন—আমার যেমন . পোড়া কপাল !” ক্রমে ক্রমে সুর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল— “আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন্ আবাগী আমার সর্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করেছে—” বুলিতে বুলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল ।

সকলেই বলিল, “হাঁ তুই মেরেছিষ্ ; নহিলে অমন

করে কাতরাবে কেন ?” এই বলিয়া সকলে, কামকে “পাপিষ্ঠা” “ভাইনী” “রান্ধসী” ইত্যাদি কথায় ভৎসনা করিতে লাগিল । কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভৎসিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল ।

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বড় একটা গোলযোগ বাঁধিয়া উঠিয়াছে । নীলরতন বাবু স্বয়ং এবং দ্বারবান, ও উদ্ধব সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে ; কিল, লাতি, চড় চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল বলিতেছে, “ছেড়েদেরে বাবারে, জামাই মারে এমন কখন শুনি নাই, আমার কি—তোদেরই মেয়েকে একাদশী করিতে হবে ।” নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাকরাণী হাসিতেছে, সে সর্বদা কালীকান্ত বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে রামাচাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে । কালীকান্ত বাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, “কি সর্বনাশ হইল ! বাবুকে মারিয়া ফেলিল ।” ইহা দেখিয়া নীলরতন বাবু আরও কোপাবিস্ট হইয়া রামাকে বলিতে লাগিলেন, “তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়া-ইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্—মার বেটাকে জুতো ।”



এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দোষী রামার উপর প্রহার বৃষ্টি চাপিয়া আসিল । মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে সুকান স্বর্ণ গোলকটি পড়িয়া গেল । দেখিয়া তরঙ্গ চাকরাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতন বাবুর হস্তে দিল । বলিল, “ও মিস্বে চোর ! দেখুন ও একটা সোণার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে ।” “দেখি” বলিয়া, নীলরতন বাবু স্বর্ণগোলক হস্তে লইলেন,— অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন ; তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পরিয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল ।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, “তুই মাগি আবার এর ভিতর এলি কেন ?”

তরঙ্গ বলিল, “কাকে মাগি বলিতেছিষ্ ?” উদ্ধব বলিল, “তোকে ।”

“আমাকে ঠাট্টা ?” এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল । উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরতন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, “দেখুন দেখি কর্তা মহাশয় মাগির কত বড় স্পর্ধা, আমাকে জুতা মারে !” কর্তা

তখন, একটু খানি ঘোমটা টানিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না । মুনিব—মারতে পারেন ।”

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “ও আবার, কিসের মুনিব—ওঁ চাকর, আমিও চাকর ! আপনি এমনি অজ্ঞা করেন ! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব ? আমি এমন চাকরি করি না ।”

শুনিয়া কর্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া, বলিলেন, “মরণ আর কি, বুড়া বয়সে মিন্দের রস দেখ ? আমার চাকর—আবার তুমি কিসে হতে গেলে ?”

উদ্ধব অবাক হইল, মনে করিল, “আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি ?” উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রাগাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল ।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল । সে তরঙ্গের স্বামী । সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না । এদিকে কর্তামহাশয় গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন । গোবর্দ্ধনকে অড়ে অড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, “তুমি উহার ভিতর যাইও না ।”

গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কাণে গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। “নছার মাগি, তোর হায়া নেই” এই বলিয়া গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া, তরঙ্গ বলিল, “গোবরা তুইও কি পাগল হয়েছিস্ না কি ? যা খোরুর যাব দিগে যা।” শুনিয়া গোবর্দ্ধন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উদ্ভ্রম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরতন বাবু বলিলেন, “যা। পোড়া কপালে মিন্বে কর্তাকে ঠেঙ্গিয়া খুন করলে।” এদিকে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া “আমার গায়ে হাত তুলিল” বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা সুবর্ণগোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, “দেখুন দেখি মহাশয় এটা কি ?”

কৈলাসে পার্বতী বলিলেন, “প্রভো ! আপনার গোলক সম্বরণ করুন—ঐ দেখুন ! গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভাৰ্য্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে । আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতেছে । এদিকে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায় আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার ভাৰ্য্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে । এ গোলক আর মুহূর্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে । অতএব আপনি ইহা সম্বরণ করুন ।”

মহাদেব কহিলেন, “হে শৈলসুতে ! আমার গোলকের অপরাধ কি ? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল ? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে । কবে না দেখিতেছ যে পুরুষ স্ত্রীলোকের ণায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে ? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না । আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম । এক্ষণে গোলক সম্বৃত করিলাম । আমার ইচ্ছায়

সকলেই .পুনর্ব্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে,° এবং যাহা  
 যাহা ঘটয়া গিয়াছে তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না ।  
 তবে, লোকহিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবী-  
 মধ্যে প্রচারিত করিবে ।





## রামায়ণের সমালোচন।

কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত।

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয়  
বিস্মিত হইয়াছি। অনেক সময়ে রচনা প্রায় নিম্ন শ্রেণীর  
ইউরোপীয় কবিদিগের তুল্য। হিন্দু কবির পক্ষে ইহা  
সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। গ্রন্থকার যে আর বিছদিন  
যত্ন করিলে একজন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ  
নাই।

এই কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য্য, বানরদিগের  
মাহাত্ম্য বর্ণন। বানরেরা বোধ হয়, আধুনিক Bonerwal  
নামা হিমাচল প্রদেশবাসী অনার্য্য জাতিগণের পূর্বপুরুষ।  
অনার্য্য বানরগণ কর্তৃক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসদিগের সবংশে  
নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। তখন আর্য্যেরা অসভ্য, ও  
অনার্য্যেরা সভ্য ছিল।

রামায়ণে কিছু কিছু নীতিগর্ভ কথা আছে ।  
 বুদ্ধিহীনতার যে কত দোষ, তাহা কবি বুঝাইবার চেষ্টা  
 করিয়াছেন । এক নির্বোধ প্রাচীন রাজার চারিটা  
 ভাৰ্য্যা ছিল । বহুবিবাহের বিষময় ফল সহজেই  
 উৎপন্ন হইল । বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্নীয় পুত্রের উন্নতির  
 জন্য, 'অসত্য বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে সপত্নীগর্ভজাত  
 রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল । জ্যেষ্ঠ-  
 পুত্রও ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্য বশতঃ  
 আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া  
 বুড়া বাপের কথায় বনে গেল । ইহার সহিত মহাতেজস্বী  
 তুর্কবংশীয় ঔরঙ্গজেবের তুলনা কর ; মুসলমান কেন  
 এতকাল হিন্দুর উপর প্রভুত্ব করিয়াছে বুঝিতে পারিবে ।  
 রাম গমন কালে আপনার যুবতী ভাৰ্য্যাকে সঙ্গে করিয়া  
 লইয়া গেল । তাহাতে যাহা ঘটবার ঘটিল ।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই অসতী, এই  
 সীতার ব্যবহারই তাহার উত্তম প্রমাণ । সীতা যেমন  
 গৃহের বাহির হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজনা করিল ।  
 রামকে ত্যাগ করিয়া রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ  
 করিতে গেল । নির্বোধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া  
 বেড়াইতে লাগিল । হিন্দুরা এই জন্মই, স্ত্রীলোকদিগকে  
 গৃহের বাহির করে না ।

হিন্দু স্বভাবের জঘন্যতার লক্ষণ আর একটি উদাহরণ। তাহার চরিত্র একে চিত্রিত হইয়াছে যে, তদ্বারা লক্ষ্মণকে কস্মাক্শম বোধ হয়। অগ্ন্য জাতীয় হইলে সে একজন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার এক দিনের জঘন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতার ফল।

আর একটী অসভ্য মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। বলতঃ রামায়ণ অকস্মা লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ। ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্নীকে হারাইলে অনার্য্য (বানর) জাতি তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিল, কিন্তু বর্ব্বর জাতির নৃশংসতা কোথায় যাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে একদিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সেদিন সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারিদিন মাত্র সুখে ছিল। পরে বর্ব্বরজাতির স্বভাব-সুলভ ক্রোধবশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে, সীতা খাইতে না



পাইয়া, রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল । রাম তাহাকে দেখিয়া রাগ করিয়া, মাটিতে পুতিয়া ফেলিল । অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই ঘটে । রামায়ণের স্থূল তাৎপর্য এই ।

ইহার প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না । কিন্তুদন্তী আছে যে, ইহা বাল্মীকি প্রণীত । বাল্মীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কিনা, তদ্বিষয়ে সংশয় । বাল্মীকি হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বাল্মীকি মধ্যে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল । ইহাতে কি সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় দেখা যাউক ।

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি । ইহা কৃত্তিবাস প্রণীত । উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে । অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত । বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে । ইহা স্বীকার করি । কিন্তু রামায়ণ নামটাই এ বিষয়ের এক প্রমাণ । “রামায়ণ” শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সূদর্শ হয় । বোধ হয়, “রামায়ণ” শব্দটী “রামা যবন”

শব্দের অর্থাংশ মাত্র । কেবল “ব”কার লুপ্ত হইয়াছে । রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন । পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বাল্মীকি মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল । পরে গ্রন্থ বাল্মীকি মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে ।

রামায়ণ গ্রন্থখানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না । উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে । আদ্যোপান্ত অশ্লীলতা ঘটিত । সীতার বিবাহ, রাবণকর্তৃক সীতা-হরণ, এ সকল অশ্লীলতা ঘটিত না ত কি ? রামায়ণে করুণরসের অতি বিরল প্রচার । বানরকর্তৃক সমুদ্র বন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণ রসাম্বিত বিষয় । লক্ষ্মণভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে । বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের কিছু হাস্যরস আছে । ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন । ধর্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন ।

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাজ্ঞল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে । রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার

নাম হইয়াছে ‘অযোধ্যাকাণ্ড ।’ গ্রন্থকার তাহা  
 ‘অযোদ্ধাকাণ্ড’ না লিখিয়া ‘অযোধ্যাকাণ্ড’ লিখিয়াছেন ।  
 প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা  
 যায় । আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বিশুদ্ধ  
 সংস্কৃতে অধিকারী ।





## বর্ষ সমালোচন ।

সংবাদ পত্রের প্রথা আছে, নববর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল সমালোচনা করিতে হয় । বঙ্গদর্শন# সংবাদ পত্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষসমালোচনে বাধ্য নহে । কিন্তু আমাদের কি সাধ করে না ? যেমন অনেকে রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন, যেমন অনেকে কালা বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোট পেটেলুন আঁটেন, আমরাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা হইয়াও, দোদাঁড় প্রচণ্ড প্রতাপশালী সংবাদ পত্রের অধিকার গ্রহণ করিব ইচ্ছা করিয়াছি ।

কিন্তু মনুষ্যজাতির এমনই ছুরদৃষ্টি যে, যে যখন যে

\*এই প্রবন্ধ প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ।

সাধ করে, তাঁহার সেই সাধে তখন বিপ্লব ঘটে । নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিখিতেছি অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন ! সর্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ ! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বঙ্গদর্শন রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মানে না—অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী । অতএব আমরা, মনের সাধ মনে না মিটাষ্টয়া, সে সাধে বিষাদ ইত্যাদি অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ সালের সমালোচন করিব । অতএব হে গতবর্ষ ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচন করিব ।

গতবৎসরের রাজকার্য্য কিরূপে নির্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, যে এই বৎসরে তিনশত ষাঁয়ষাট্টি দিবস ছিল, একদিনও কম হয় নাই । প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল । কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই । রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন নাই । ইহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে । অনেকে বলেন যে এ বৎসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত ; আমরা এ কথাই অনুমোদন করি না ; দিন কমাইলে কেবল চাকুরিাদিগের বেতন লাভ, এবং সংবাদপত্রলেখকদিগের শ্রমলাঘব ; সাধারণের কোন

লাভ নাই ; (আমরা মাসিক, ১২ মাসের বারখানি কেহ ছাড়িবে না ।) তবে, গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে, ভাল হয় বটে । আমরা কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন ।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসর সকলেরই এক এক বৎসর পরমায়ু চুরি গিয়াছে । কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না । আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের ৭১ বৎসর বয়স ছিল, এ বৎসর ৭২ হইয়াছে । যদি পরমায়ু চুরি গেল, তবে এক বৎসর বাড়িল কি প্রকারে ? নিন্দক সম্প্রদায়ই এমত অযথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে ।

এবৎসর যে সুবৎসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এ বৎসর অনেকেরই সন্তান জন্মিয়াছে । টিষ্টিমেন্টেল ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কর্মচারিগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন, যে কাহারও কাহারও পুত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহারও গর্ভশ্রাব হইয়া গিয়াছে । দুঃখের বিষয় এই যে, এবৎসর কতক গুলি মনুষ্য, অধিক নহে, রোগাদিতে মরিয়াছে । শুনিয়াছি যে এদেশীয় কেমন মহাসভা পার্লামেন্টে আরোদন করিবেন, যে, এই পুণ্যভূম ভারতরাজ্যে, মনুষ্য না মরিতে পায় । তাঁহারা

এই রূপ প্রস্তাব করেন যে, যদি কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যক হয়, তবে সে পুলিশে জানাইয়া অনুমতি লইয়া মরিবে ।

এ বৎসরে ফাইন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টের কাণ্ড-অভি-  
 বিচিত্র—আমরা শ্রুত হইয়াছি যে গবর্নমেন্টের আয়ও  
 হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে । ইহা বিস্ময়কর হউক বা না  
 হউক, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাতে গবর্নমেন্টের  
 টাকা, হয় কিছু উদ্বৃত্ত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান  
 হইয়াছে, নয় ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে । আগামী  
 বৎসর ( ৭৬ শালে ) টেক্স বসিবে কিনা, তাহা এক্ষণে  
 বলা যায় না, কিন্তু ভরসা করি ৭৭ শালের এপ্রিল মাসে  
 আমরা একথা নিশ্চিত বলিতে পারিব ।

এ বার বিচারালয় সকলের কার্যের আমরা বিশেষ  
 স্তুখ্যাতি করিতে পারিলাম না । সত্য বটে যে, যে  
 নালিশ করিয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে, বা হইবে  
 এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা নালিশ করে নাই,  
 তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই । আমরা ইহা  
 বুঝিতে পারি না ; যেখানে সাধারণ বিচারালয়,  
 সেখানে, নালিশ করুক বা না করুক, বিচার চাই ।  
 কেহ রোদ্দ চাহুক, বা না চাহুক সূর্য্যদেব সর্বত্র রোদ্দ  
 করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহুক বা না চাহুক, মেঘ

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং কেহ বিচার চাহুক বা না চাহুক, বিচারকের উচিত গৃহে গৃহে ঢুকিয়া বিচার করিয়া আসেন। যদি কেহ বলেন, যে বিচারক-গণ একরূপ বিচারার্থ গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মার্জনী সকল অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য যে গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সম্মার্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না—সম্মার্জনীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হাকিম দিগের বিলক্ষণ পরিচয় আছে, এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হইয়া থাকে। যেমন ময়ূর সর্পাপ্রিয়, ইঁহারাও তেমনি সম্মার্জনীপ্রিয়—দেগিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা এমনও শুনিয়াছি যে গবর্ণমেন্টের কোন অধস্তন কর্মচারী প্রস্তাব করিয়াছেন, যে যেমন উচ্চশ্রেণীর কর্মচারিগণের পুরস্কারের জন্য “অর্ডার অব দি ফটার অব ইণ্ডিয়া” সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরূপ নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারিগণের জন্য “অর্ডার অব দি ক্রম্‌স্টিক্” সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ বিশেষ গুণবান্ ডিপুটি এবং সবজ্জপ্রভৃতিকে বাছিয়া বাছিয়া লাকলাইনের দড়িতে এই মহারত্নটিকে বাঁধিয়া তাঁহাদিগের গলদেশে লম্বমান করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহাদের চাপকান চেন চাদর বিভূষিত সদাকম্পবান্ বক্ষে ইহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ



করিবে । রাজপ্রসাদ স্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি । আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে এত উমেদ-ওয়ার যুক্তিবে যে ঝাঁটার সঙ্কলান করা ভার হইবে ।

গতবৎসর সুবৃষ্টি হইয়াছিল । কিন্তু সর্বত্র সমান হয় নাই । ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে । যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেন্টে এই ন্যূন আবেদন করিয়াছেন, যে ভবিষ্যতে যাহাতে সর্বত্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক । আমাদের বিবেচনায় ইহার সত্বপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি সংস্থাপিত করা উচিত । কোন কোন মান্য সহযোগী বলেন, যে যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাহা-দিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না । কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাতেও সুবিধা হইবেনা—কেননা বঙ্গদেশের মেঘ সকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়—সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও দেশ-দেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবেনা । আমরা প্রস্তাব করি যে মেঘ সকল এবালিশ করিয়া দিয়া, ভিস্তীর বন্দোবস্ত করা হউক । ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এক একজন চাপরাশী বা সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন ভিস্তীকে দীর্ঘ

বংশ খণ্ডে বাঁধিয়া উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া তুলিয়া ধরিবেক, ভিস্তী তথা ইহতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া পারে ত নামিয়া আসিবে । ভাল হয় না ?

আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশ হিতৈষিনী নন—নহিলে ভিস্তীর প্রয়োজন হইত না । তাঁহারা যদি প্রাত্যহিক সংসারিক কান্নাটা মাঠে গিয়া কাঁদিয়া আসেন, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষিকার্যের সুবিধা হয়, ও মেঘ ডিপার্টমেন্ট এবালিশ করা যাইতে পারে । তবে আমরা লোকের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলার্থ বলি, যে আকাশবৃষ্টির পরিবর্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে গেলে, একটু পাকা রকম পুলিষের বন্দবস্ত করা চাই । মেঘের বিদ্যুতে অধিক প্রাণী নাশ হয় না ; কিন্তু রমণীনয়নমেঘের কটাক্ষ বিদ্যুতে, মাঠের মাঝখানে, চাষা ভূষোর ছেলেদের কি হয় বলা যায় না—পুলিষ থাকা ভাল ।

শুনিলাম শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । শুনিয়াছি অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা কাগমাপা কাটি প্রস্তুত করিয়াছে । তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—তাঁহারা বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়গুলি মাপিয়া দেখিব—নহিলে তাঁহাদিগের নিকট পড়িব না । আমরা ভরসা

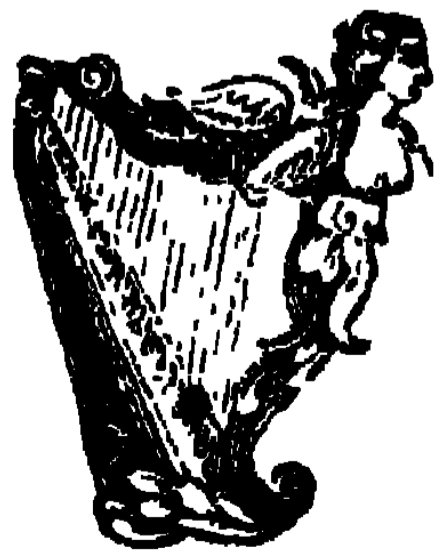
করি মাপ ক্লাটি ছোট পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও  
নাই ।

যাহা হউক, দুর্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক, তিনটি  
নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা স্থির জানিতে পারিতেছি—তদ্বিষয়ে কোন  
সংশয় নাই ।

প্রথম, বৎসরটি চলিয়া গিয়াছে । এ বিষয়ে  
মতান্তর নাই ।

দ্বিতীয়, বৎসর গিয়াছে, আর ফিরিবে না ।  
ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না ।  
নিষ্ফল হইবে ।

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক ! আপনার ও  
আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, আপনার ও আমার,  
পঁচাত্তরেও ঘাস জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস জল । আপনার  
মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ।





## কোন “স্পেশিয়ালের” পত্র ।

যুবরাজের সঙ্গে যে সকল “স্পেশিয়াল” আসিয়া-  
ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কোন বিলাতীয়  
সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা  
অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সে বিলাতীয়  
সংবাদপত্রের নামের জন্ম যদি কেহ আমাদেরকে  
পীড়াপীড়ি করেন তবে আমরা লাচার হইব। সংবাদ  
পত্রের নাম আমরা জানি না, এবং কোথায় দেখিয়া-  
ছিলাম তাহা স্মরণ নাই। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করিব ইচ্ছা আছে। আমি এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সংবাদ পাইবেন এমন অন্তের কাছে পাইবেন না। এদেশের নাম “বেঙ্গল।” এ নাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না। কিন্তু দেশী লোকে এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে কি প্রকারে ? তাহারা বলে পূর্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও “বাঙ্গাল” বলে, এজন্য এদেশের নাম “বাঙ্গালা।” কিন্তু এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে—ইহার নাম “বেঙ্গল”—তাহা আপনারা সকলেই জানেন। অতএব একথা কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র। আমার বোধ হয়, বেঞ্জামিন গল (Benjamin Gall) সংক্ষেপতঃ বেন্গল নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পূর্বে আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

রাজধানীর নাম “কালকাটা” (Calcutta) “কাল” এবং “কাটা” এই দুইটা বাঙ্গালা শব্দে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কুষ্ঠ নাই, এই জন্মই উহার নাম “কালকাটা”।

এদেশের লোক কতকগুলি ফোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিঞ্চিৎ গৌর । যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের পূর্বপুরুষে বোধ হয় আফ্রিকা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিল, কেননা সেই কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কুঞ্চিত কেশ ; নরতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কুঞ্চিত কেশ হইলেই কাফ্রি । আর যাহারা কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ, বোধ হয় তাহারা উপরি-কথিত বেন্গল্ সাহেবের বংশসম্ভূত ।

দেখিলাম অধিকাংশ বাঙ্গালি মাঞ্চেষ্টরের তন্তুপ্রসূত বস্ত্র পরিধান করে । অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে ভারতবর্ষ মাঞ্চেষ্টরের সংশ্রবে আসিবার পূর্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত । এক্ষণে মাঞ্চেষ্টরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে । ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয় তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই । কেহ কেহ আমাদিগের মত পেটলুন পরে, কেহ কেহ তুর্কদিগের মত পায়জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে ।

অতএব দেখ ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে একশত

বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে । সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্বারা ভারতবর্ষের যে কি পরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না । তাহা ইংরেজেই জানে । বাঙ্গালিতে বৃদ্ধিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহা-দিগের থাকা সম্ভব নহে ।

দুঃখের বিষয় যে আমি কয়দিনে বাঙ্গালিদিগের ভাষায়, অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই ; তবে, কিছু কিছু শিখিয়াছি । এবং গোলেন্স্তান্ এবং বোস্তান্ নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি । ঐ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যুদ্ধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল । মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা খেলা করেন । পরিশেষে তাহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন ।

আমি কিছু কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছি । বাঙ্গালিরা হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবর্নমেন্টকে গুবর্নমেন্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, ডিম্বমিষকে ডিম্বমিষ,

রেলকে রেল বলে, ডোরকে ডোর, ডবলকে ডবল, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পূর্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আমাদের খ্রীষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের\* মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক তৎপ্রণীত ভগবদ্গীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না ইহা একপ্রকার স্থির। তাহার পরে কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ করি, পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর, মনোযোগ করিলে, এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত মীমাংসা করিয়াছেন যে অশোকের পূর্বে আর্যেরা লিখিতে জানিত না, সেই পণ্ডিতই একথার মীমাংসায় সক্ষম।

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমূলর পর্য্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে



আসিয়া আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই । সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই । বোধ হয়, এটি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজি । তাঁহারা পশারের জন্ম এ ভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন । \*

যাহা হোক, উহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব । তোমরা শুনিয়াছ, যে হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত ; কিন্তু তাহা নহে । ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিতেছি ।

- ১ । ব্রাহ্মণ
- ২ । কায়স্থ
- ৩ । শূদ্র
- ৪ । কুলীন
- ৫ । বংশজ
- ৬ । বৈষ্ণব
- ৭ । শাক্ত
- ৮ । রায়
- ৯ । ঘোষাল
- ১০ । টেগের

\* সাবধান, কেহ হাসিবেন না । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগ্গাল্ড ষ্টুয়ার্ট ষথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন ।

১১। মোল্লা

১২। ফরাজি

১৩। রামায়ণ

১৪। মহাভারত

১৫। আসাম গোয়ালপাড়া

১৬। পারিয়া ডগ্‌স

বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেকগুলিন বাঙ্গালিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি কোন জাতি? সকলেই বলিল তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিল না, কেননা আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষমুলরের গ্রন্থে\* পড়িয়াছি, যে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে যে “Mitra” শব্দ “Mitre” শব্দের অপভ্রংশ, অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিত জাতীয়ই বুঝায়।

বাঙ্গালিদিগের একটা বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে লাখে তাহারা যুরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল

\* Chips from a German Workshop.

যে ঈদৃশ • রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও  
জন্মগ্রহণ করে নাই । ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন,  
তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে ।

বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে পুরদা নিশান করিয়া  
রাখে শুনা আছে । ইহা সত্য বটে, তবে সর্বত্র নয় ।\*  
যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোক-  
দিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই  
বাহির করিয়া আনে । আমরা যেরূপ ফোলিংপিস  
লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাঙ্গনা লইয়াও  
সেইরূপ করে ; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাস্তবন্দি  
করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে  
বারুদ পোরে । বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার  
পক্ষিজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে  
কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বলিতে পারি না ।  
আমি বাঙ্গালির কণ্ঠ্যর অঙ্গাভরণের যেরূপ গুণ  
দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও  
ফোলিংপিসটিকে দুই একখানা সোণার গহনা পরাইব  
—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে  
কি না ।

\* বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রকে  
অভ্যর্থনা করিয়াছিল ।

তবু নয়নবাণে কেন, শুনিয়াছি । বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ প্রয়োগেও বড় সুপটু । হিন্দু সাহিত্যোক্ত পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গ কামিনীগণের পরিত্যক্ত পুষ্পশরে, কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আমি জানি না ; যদি থাকে, তবে বাঙ্গালির মেয়েকে দুৱাকাঙ্ক্ষিণী বলিতে হইবে । শুনিয়াছি কোন বাঙ্গালি কবি নাকি লিখিয়াছিলেন, “কিছার মিছার ধনু, ধরে ফুলবাণ” এখন কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিতে হইবে “কিছার মিছার ফুল, মারে ফুলবাণ ।” যাহা হউক ফুলবাণ সচরাচর প্রচলিত না হইয়া উঠে । বাঙ্গালায় ইংরেজ টেঁকা ভার হইবে—আমার সর্বদা ভয় করে, আমি এই গরিব দোকানদারের ছেলে, দুটাকার লোভে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি—কে জানে কখন, বঙ্গকুল-কামিনীপ্রেরিত কুসুমশর আসিয়া, এই ছেঁড়া তাম্বু ফুটা করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি ধপাস্ করিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া যাইব ! হায় ! তখন আমার কি হইবে ! কে মুখে জল দিবে !

আমি এমত বলি না যে, সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফৌলিংপিস, অথবা সকলেই এরূপ পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণে স্ফুটুৱা । তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি । শুনিয়াছি, তাঁহারা নাকি

ভর্তৃনিয়োগানুসারেই এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত। এই ভর্তৃগণ দেশীয় শাস্ত্রানুসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটা বেদ আছে— তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোক নামক বেদে (আমি এসকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে

• আত্মনং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি,

ইহার অর্থ এই হে পদ্মপলাশলোচনে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর।





## BRANSONISM.\*

জন ডিক্‌সন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধরিয়ে আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো, তা হলে হয়, কি, সাহেব ত বটে—পাড়াগেঁয়ে কাছারিতে বিচার দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক ছুটিয়া গেল। বিচার একটা দেশী ডিপুটির কাছে হইবে। তাহাতে সাহেবের কিছু কষ্ট ; তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালীটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। ডিপুটি মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই বোধ হয়, একটা তেকেলে বুড়া—নিরীহ রকম ভাল মানুষ ; জড় সড় হইয়া বসিয়া আছে।

\* Gilbert বিল সম্বন্ধীয় বিবাদ কালে ইহা লিখিত হয়।

এদিকে কনফেটবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ করিলেন। সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া একটু বাঁকা বাঁকা বুলিতে বলিলেন,

“সে হামাকে টোমরা হেখানে কেন আনিলো ?”

হাকিম বলিল, “কি জানি সাহেব ! কেন আনিলো—তুমি কি করেছ ?”

সাহেব । : যা করে না কেন, টোমার সাথে হামার কোন বাঁট হোবে না ।

হাকিম । কেন সাহেব ?

সাহেব । তুমি কালা বাঙ্গালি আছে ।

হাকিম । তার পর ?

সাহেব । আমি সাহেব আছে ।

হাকিম । তা ত দেখছি—তাতে কি হলো ?

সাহেব । তোমার—কি বলে ? সেটা লেই ।

হাকিম । তবু ভাল—মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন ? কি নেই ?

সাহেব । সেই ঝাতে মোকদ্দমা করে—সে তুমি জানে না ?

হাকিম । সাহেব—আমি ভাল মানুষ—তোমার

এখনও কিছু বলি নাই—কিন্তু আর “তুদি” “তুমি”  
করিও না—জরিমানা করিব ।

সাহেব । টুমি মোর জরিমানা করিতে পারে না  
—হামি সাহেব আছে—তোমার সেই সেটা—কি বলে  
—সেটা লেই ।

হাকিম । কি নেই সাহেব ?

সাহেব । সেই যে—জুড়িকেশন ।

হাকিম । ওহো—Jurisdiction ? বটে । তুমি

কি বিলাতী সাহেব ?

সা । হামি সাহেব আছে ।

হা । রংটা এত কাল কেন ?

সা । মুই কোয়েলার কাম করেছিল ।

হা । তোমার বাপের নাম কি ?

সা । বাপের নামে কোটের কি কাম আছে ?

হা । বলি সেটা জানা আছে কি ?

সা । হামার বাপ বড় আদমি ছেলো—লেকেন  
লামটা এখন মনে পড়ছে না ।

হাকিম । মনে কর না হয় । তোমার নামটা কি ?

সাহেব । আমার নাম জান সাহেব—জান ডিক্-

সন্ ।

হা । বাপের নাম ডিক্‌সন্ নয় ?



সা । হোবে—ডিক্‌সন্ হোতে পারে—লোকেন—  
বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল, “হুজুর, ওর  
বাঁপের নাম গোবর্দ্ধন সাহেব ।”

সাহেব রাগ করিয়া বলিল, “গোবর্দ্ধন হইলো ত  
কি হইলো—তোমার বাঁপের নাম যে রামকান্ত—  
তোমার বাঁপ চূড়া বেচিত—আমার বাঁপ বড় আদমি  
হেলো ।”

হাকিম । তোমার বাঁপ কি করিত ?

সাহেব । বড় লোকের সাদি দিত ।

হাকিম । সে আবার কি ? ঘটকালি করিত  
না কি ?

মোক্তার । আজ্ঞে না—বিবাহের বাজনায়ে জয়  
চাক ঘাড়ে করিত ।

অনেকে হাসিল । হাকিম জুরিস্‌ডিক্‌সনের আপত্তি  
নামুঞ্জুর করিয়া, বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন । ফরিয়াদীকে  
তলব করায় রূপার পৈছা হাতে নধর কালো কোলো  
একজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল । তাহাকে যেরূপ  
জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, আর সে যেরূপ উত্তর দিল,  
নিম্নে লিখিতেছি ;—

প্রশ্ন । তোমার নাম কি ?

উত্তর । রঙ্গিনী জেলেনী ।

প্রশ্ন । 'তুমি কি কর ?

উত্তর । বিল খালে মাছ ধরে বেচি ।

আসামী সাহেব কহিল, "বুটা বাত ! ও স্ফুটকি মাছ বেচে ।"

জেলেনী বলিল, "তাও বেচি । তাইতেই ত তুমি" য়েছ ।"

প্রশ্ন । তোমার কিসের নালিশ ?

উত্তর । চুরির নালিশ ।

প্রশ্ন । কে চুরি করেছে ?

উত্তর । ( সাহেবকে দেখাইয়া ) এই বাগদীর ছেলে ।

সাহেব । মুই সাহেব আছে—মুই বাগদী লই ।

প্রশ্ন । কি চুরি করেছে ?

উত্তর । এই ত বলিলাম—এক মুঠা স্ফুটকি মাছ ।

প্রশ্ন । কি রকমে চুরি করিল ?

উত্তর । আমি ডালা পাতিয়া তাতে স্ফুটকি মাছ সাজাইয়া বেচিত্তেছিলাম—একজন খদ্দের এলো—জা তার পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম—এমন সময়ে সাহেব ডালা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে নিয়ে পাকেটে পুরিল ।

প্রশ্ন । তার পর, তুমি টের পেলে কেমন ক'রে ?

উত্তর । প্যাকেটের যে আধ খানা বই ছিল না—  
তা সাহেবের মনে ছিল না । স্ফুটকি মাছ সব ফুটো  
দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ।

এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগ করিয়া বলিল, “না  
বাবুজি ! ওর চুপড়িটাই ফুটো, তাই মাছ বেরইয়ে  
পড়েছিল ।”

জেলেনী বলিল, “ওর প্যাকেটে দুই চারিটা মাছ  
পাওয়া গিয়াছিল ।”

সাহেব বলিল, “সে মুই দাম দেবে বলে নিষে-  
ছেলো ।”

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিক্সন সাহেব  
স্ফুটকি মাছ চুরি করিয়াছেন । তখন হাকিম সাহেবের  
জবাব লিখিতে বসিলেন । সাহেব জবাবে কেবল এই  
কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালীর আমার উপর  
“জুষ্টিকেশন লেই ।” সে আপত্তি অগ্রাহ করিয়া  
হাকিম তাহাকে এক হুণ্ডা কয়েদের লুকুম দিলেন ।  
দুই চারি দিন পরে এই কথাটা কলিকাতার এক খানা  
ইংরেজি দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাণে গেল । পর  
দিন প্রভাতে সেই পত্রের সম্পাদকীয় উক্তি মধ্যে  
নিম্নোক্ত লীডর দেখা গেল ।

“THE WISDOM OF A NATIVE MAGISTRATE.—A story of lamentable failure of justice and race antipathy has reached us from the Mofussil. John Dickson, an English gentleman of good birth though at present, rather in straightened circumstances had fallen under the displeasure of a clique of designing natives headed by one Rungini Jeliani, a person, as we are assured on good authority, of great wealth, and considerable influence in native society. He was hauled up before a native Magistrate on a charge of some petty larceny which, if the trial had taken place before a European magistrate, would have been at once thrown out as preposterous, when preferred against a European of Mr. Dickson's position and character. But Baboo Jaladhar Gangooly, the ebony-coloured Daniel before whose awful tribunal, Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of understading that petty larcenies, however congenial to sharp intellects of his own country, have never been known to be perpetrated by men born and bred on English soil, and the

poor man was convicted on evidence the trumpery character of which, was probably as well known to the magistrate as to the prosecutors themselves. The poor man pleaded his birth, and his rights as a European British subject, to be tried by a magistrate of his own race, but the plea was negatived for reasons we neither know nor are able to conjecture. Possibly the Babu was under the impression that Lord Ripon's cruel and nefarious Government had already passed into Law the Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder and hang every man with a white one. May that day be distant yet! Meanwhile we leave our readers to conjecture from a study of the names *Jaladhar* and *Jaliani* whether the tie of kindred which obviously exists between prosecutor and magistrate has had no influence in producing this extraordinary decision."

এই লীডর বাহির হইলে পর উহা পড়িয়া জেলার মাজিস্ট্রেট সাহেব জলধর বাবুকে চাপরাশি পাঠাইয়া তুলব করিয়া আনিলেন। গরিব ব্রাহ্মণ নবমীর পাঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে হুজুরের কাছে গিয়া

উপস্থিত হইল। তিনি সেলাম না করিতে করিতে, সাহেব গরম হইয়া বলিলেন,

“What do you mean, Babu, by convicting a European British subject ?”

ডিপুটী। What European British subject, Sir ?

মাজিস্ট্রেট। Read here, I suppose you can do that. I am going to report you to the Government for this piece of folly.

এই বলিয়া সাহেব কাগজ খানা বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বাবু কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন,

“Do you now understand ?”

*Deputy.* Yes, Sir, but this man was not a European British subject.

*Magistrate.* How do you know that ?

*Deputy.* He was very dark.

*Magistrate.* Do you find it laid down in the Law that a fair skin is the only evidence by which a man shall be adjudged to be a European subject ?

*Deputy.* No, Sir.

*Magistrate.* Well, what other evidence did you take?

• এখন ডিপুটি বাবুটী বহুকালের ডিপুটি—জানিতেন যে তর্কে তাঁহার জিত নিশ্চিত, কিন্তু তর্কে জিতিলেই বিপদ। অতএব সূচতুর দেশী চাকুরের যাহা কর্তব্য, —তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন,

“ I do not presume to discuss the matter with you, Sir, I see I was wrong, and I am very sorry for it.”

এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু রঙ্গদার। এই কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“Very sorry for what?”

*Deputy.* For convicting a European British subject.

*Magistrate.* Why so?

*Deputy.* Because it is very wrong for a native to convict a European British subject.

*Magistrate.* Why very wrong?

ডিপুটিটী সাহেবকে এক হাতে কিনিতে আর এক হাতে বেচিতে পারে। অমনি উত্তর দিল,

“Very wrong, because a European British

subject cannot commit a crime and a native can not judge honestly."

*Magistrate.* Do you admit that ?

*Deputy.* I do not see why I should not. I try to do my duty to the best of my ability, but I speak of my countrymen generally.

*Magistrate.* You don't think your countrymen ought to try Europeans ?

*Deputy.* Most certainly they should not. The glorious British Empire will come to an end if they do.

*Magistrate.* Well, Babu, I am glad to see you are so sensible. I wish all your countrymen were equally so ; at least that all native magistrates were like you.

*Deputy.* Oh Sir ! how can you expect it, when there are men at the top of our service who think differently.

*Magistrate.* Are you not yourself near the top ? you must have served long.

*Deputy.* Unfortunately my claims to promotion have always been overlooked. I thought of speaking to you, Sir, on the subject.





*Magistrate.* You certainly deserve promotion. I will write to the Commissioner and see what can be done for you.

ডিপুটি তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে জয়েন্ট সাহেব, বড় সাহেবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিপুটি বাহির হইয়া গেল জয়েন্ট দেখিলেন। জয়েন্ট, বড় সাহেবকে ক্রিঙ্গাস করিলেন,

“What could you have been saying to this fellow?”

*Magistrate.* Oh! He is very amusing.

*Joint.* How so?

*Magistrate.* He is both fool and knave. He thinks of pleasing me by traducing his own countrymen.

*Joint.* And did you tell him your mind?

*Magistrate.* O no! I promised him promotion, which I will try to get for him. He has at least the merit of not being conceited. A conceited native is perfectly useless as a subordinate, and I prefer encouraging men to make a moderate estimate of their own merits.

এ দিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, তার এক ডিপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দোশরা ডিপুটি জলধরকে বলিলেন,

“সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি ?”

জলধর। হাঁ। কি পাপে পড়েছি ?

২রা ডিপুটি। কেন ?

জলধর। সেদিনকার সেই বাগ্‌দী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, সাহেব বলে গবর্নমেন্টে আমার নামে রিপোর্ট করিবে।

২রা ডিপুটি। তার পর ?

জলধর। তার পর আর কি ? প্রমোশ্যনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম।

২রা ডিপুটি। সে কি ? কি মন্ত্রে ?

জলধর। মন্ত্র আর কি ? দুটো মন রাখা কথা।





## হনুমদ্বাবু সংবাদ ।

একদা প্রাতঃসূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত কদলীকুঞ্জে, শ্রীমান্ হনুমান বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন । তাঁহার পরম রমণীয় লাস্কুলবল্লী চক্রে চক্রে কুণ্ডলীকৃত হইয়া, কখন পৃষ্ঠে, কখন স্কন্ধে, কখন বৃক্ষ শাখায় শোভিত হইতেছিল । চারিপাশে মর্তমান, টাঁপা, কাঁটালি প্রভৃতি নানা জাতীয় সুপক্ক এবং অপক্ক রস্তু বৃক্ষ হইতে ধরে ধরে, কাঁদিতে কাঁদিতে শোভা পাইয়া সুগন্ধে দিক্ আমোদিত করিয়াছিল । বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা পাড়িয়া, কখন আঁয়ান, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চৰ্ব্বণ

করিয়া কদলী জাতীয় ফল মাত্রের অনল্য মাধুর্য্য সম্বন্ধে  
 বহুতর মানসিক প্রশংসা করিতেছেন। এমত সময়ে  
 দৈবযোগে বুট, কোট, পেণ্টালন, চেন, চসমা,  
 চুরট, চাবুকধারী টুপ্যারতমস্তক এক নব্য বাবু তথায়  
 উপস্থিত। হনুমানচন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব মূর্ত্তি  
 দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “কে এ ? আকার ইঙ্গিতে  
 বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিঙ্কিয়া হইতে এ আসিতেছে।  
 এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য  
 কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি,  
 অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।”

এই ভাবিয়া, মহাত্মা পবনাত্মজ এক সরস চম্পক-  
 কদলীবৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ এক গুচ্ছ সুপক্ক  
 কদলী উন্মোচন করিয়া আশ্রাণ করিলেন। এবং  
 তাহার শ্রাণে পরিতুষ্ট হইয়া অতিখিসৎকারে উৎপ্রয়োগ  
 মনে মনে স্থির করিলেন। ইত্যবসরে সেই টুপিকোটপরিবৃত  
 মোহন মূর্ত্তি বীরবরের সম্মুখাগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন  
 করিল। বলিল—

“Good morning Mr. Hanuman! how do  
 you do? So glad to see you! Ah! I see you  
 are at break-fast already..

হনুমান কহিলেন, “কিমিদং ? কিং বদসি ?”

বাবু । • What's that? I suppose that is the Kish-kinda patois? It is a glorious country—is it not? “There is a land of every land the pride.”—and so on, as you know.

হনু । “কঙ্কং ! কস্মাজ্জনপদাৎ আগতোসি ?”

বাবু । ( জনাস্তিকে ) It seems most barbarous gibberish—that precious lingo of his ; but I suppose I must put up with it. (প্রকাশ্যে) My dear Mr. Monkey, I am ashamed to confess that I am not quite familiar with your beautiful vernacular. I dare say it is a very polished language. I presume you can talk a little English.

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বৃহৎ লাস্কুলপাশ বিস্তারণ পূর্বক তাহা বাবুজি মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন । এবং কুণ্ডলী করিয়া জড়াইতে লাগিলেন । তখন বাবু মহাশয় হাঁ করিয়া ফেলিলেন, মুখের চুরট পড়িয়া গেল । বলিলেন—

“I say—this seems somewhat—”

লেজের আর এক পোঁচ ।

“Somewhat unmannerly—to say the least—

আর এক পৌঁচ ।

“Dear Mr. Hanuman—you will hurt me.”

আর এক পৌঁচ ।

“Kind—good Mr. Hahneman.

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে লেজে করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া ফেলিলেন, বাবুর টুপি, চসমা, এবং চাবুক পড়িয়া গেল ; কোট পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইয়া চেনে ঝুলিতে লাগিল । তখন বাবুর মুখ শুকাইল— ডাকিলেন “ও হনুমান্ মহাশয় ঘাট হয়েছে ছাড় ! ছাড় ! ছাড় ! রক্ষা কর ! গরিবের প্রাণ যায় ।”

তখন হনুমান, বাবুর প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে ভূতলে স্থাপন পূর্বক লাজুলপাশ হইতে তাহাকে বিমুক্ত করিলেন । অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া পরিলেন । হনুমান বলিলেন, “মহাশয় ! দুঃখিত হইবেন না । আপনার বুলি ইংরেজি, বেশ কিক্কিঙ্ক্যা, এবং মূর্থতা পাহাডেরকম দেখিয়া আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি ।

এক্ষণে—

বাবু এক্ষণে কি ?

হনু । • এক্ষণে বুঝিয়াছি যে আপনার জন্ম বঙ্গ-  
দেশীয় কোন মহিলার গর্ভে । এখন আপনি ক্লান্ত  
আছেন—একটা কদলী ভোজন করিবেন ?

এখন বাবুজির যেরূপ জিব শুকাইয়া আসিয়াছিল,  
তাহাতে একটু সরস কদলী ভোজন অতিশয় আবশ্যিক  
বলিয়া বোধ হইল—তিনি তখন প্রীত হইয়া উত্তর  
করিলেন—“With the greatest pleasure.”

হনু । আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এত  
বার্ত্তাকুঁ অনুসন্ধানে আমি মধ্য মধ্য সে দেশে গমন  
করিয়া থাকি ; এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরীগণ বড়ি নামে  
যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি  
বিনানুমতিতে রামচন্দ্র-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি ।  
অতএব আমি বাঙ্গালা উত্তম বুঝি । অতএব মাতৃ-  
ভাষাতেই আমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর ।

বাবু । “তার আশ্চর্য্য কি ? আপনি কলা দিতে  
চাহিতেছেন ? আমি অতিশয় আহলাদের সহিত  
আপনার কদলী ভক্ষণ করিব ।”

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা  
ফেলিয়া দিলেন । সে দেব দুর্লভ কদলী খাইয়া বাবু  
অতিশয় প্রীত হইলেন । হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন,  
“কৈমন কলা ?”

বাবু । “অতি মিষ্ট—delicious !”

হনু । হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ ! মাতৃভাষায় কথা  
কও ।

বাবু । ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার  
আমাকে Excuse করুন—”

হনু । তাই বা কাকে বলে ?

বাবু । আমাকে মাপ করুন—আমি বড়—কি  
বলিব ?—ইংরেজি কথাটা forgetful—তার বাঙ্গালা  
কি ?

হনু । বৎস ! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত  
হইয়াছি । তুমি আরও কলা খাইতে পার । যত  
ইচ্ছা তত খাইতে পার । গাছে আছে পাড়িয়া  
দিতেছি । আর আমা হইতে তোমার যদি কোন  
কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহাও আমাকে বল  
আমি তৎসাধনে তৎপর হইব ।

বাবু । ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয় !  
এক্ষণে আপনার প্রতি আমি অতিশয় বাধ্য বোধ  
করিব, আপনি যদি দয়ালুরূপে আমাকে একটা বিষয়  
বুঝাইয়া দেন ।

হনু । কি বিষয়, হে বিদ্বন্ ?

বাবু । সেই বিষয়, হনূমন, যাহার অনুরোধে



আপনার প্রথানে আসিয়াছি । আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন । রামরাজ্যের মত রাজ্য না কি কখন হয় নাই—কেহ কেহ বলেন সে সকল গল্প মাত্র, fable—

হনু । ( চক্ষু আরক্ত, এবং •দ্রুত বিমুক্ত ) • রাম-রাজ্য গল্প ! বেটা, তবে আমিও গল্প ? তবে আমার এই লাঙ্গুলও একটা গল্প ? দেখ, তবে কেমন গল্প !

এই বলিয়া মহাক্রোধে হনুমান সেই অনন্ত কুণ্ডলী-কৃত মহা লাঙ্গুল আবার বাবু বেচারার স্বক্ষে স্থাপন করিলেন । তখন বাবু বিস্ময়বদনে, বলিলেন, “খাম খাম, হে মহালাঙ্গুল, তুমিও গল্পন—তোমার লাঙ্গুলত নহেই—সে বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি । কাজে কাজেই তোমার রামরাজ্যও গল্প নহে—The proof of the pudding is in the eating thereof—কথাটা কি, তুমি রামের দাস—আমি ইংরেজের দাস । তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড় ? আমার ইংরেজ রাজ্য একটা নূতন জিনিস হইতেছে—তোমার রামরাজ্য তা ছিল কি ?

হনু । জিনিসটা কি ? সুপক্ক কদলী ?

বাবু । তা না । Local self-government.

হনু । সে কি ?

বাবু । স্থানীয় আত্মশাসন । ছিল তোমাদের ?

হনু । ছিল না ত কি ? স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থান বিশেষে আত্মশাসন ? তাহা আমরা সর্কদাই করিতাম । আমার আত্মশাসন ছিল লাস্কুলে । লাস্কুলে আমি আত্মশাসন না করিলে ত্রেতাযুগের অর্দ্ধেক লোক সমুদ্রে চূর্ণন খেয়ে মরিত । যখনই আমার লেজ সড় সড় করিত, ইচ্ছা হইত অমুকের গলায় দিই ; তখনই আমি লাস্কুল স্থানে আত্মশাসন করিতাম—লেজটাকে পদদ্বয় মধ্যে লুকায়িত করিতাম । এমন কি, যেদিন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন, সে দিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাকিলে—এই লাস্কুল রামচন্দ্রের গলাতেই যাইত—আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ পদদ্বয় মধ্যে বিহৃত হইল । আরও, আমরা যখন লক্ষা অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম, তখন তাহারভাবে আমাদের সকলেরই আত্মশাসন উদরে নিহিত হইয়া সে অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিল ।

বাবু । মহাশয়ের বৃষ্টিবার ভুল হইতেছে—সেরূপ আত্মশাসনের কথা বলিতেছি না ।

হনু । শোনই না, স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল । যথা—স্বীলোকের আত্মশাসন, রসনায় হইলে উত্তম স্থানীয় আত্মশাসন হইল । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আত্মশাসন

শুনিয়েছি না কি ছানা সন্দেশের হাঁড়িতে স্থানীয়  
হইলেই বড় ভাল হয় । তোমাদের আত্মশাসন—

বাবু । কোথায় ? পৃষ্ঠে ?

হনু । না । তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনাস্তরের ক্ষেত্র  
বটে—কিন্তু তোমাদের আত্মশাসনের যথার্থ ক্ষেত্র  
তোমাদের চক্ষু দুইটা ।

বাবু । সে কি রকম ?

হনু । তোমাদের কান্না পাইলেও তোমরা কাঁদ  
না । সে ভাল । রাত্রিদিন ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান  
করিলে, প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা ।

বাবু । সে যাহাই হউক, আমি সে অর্থে স্থানীয়  
আত্মশাসনের কথা বলিতেছিলাম না ।

হনু । তবে কি অর্থে ?

বাবু । শাসন কাহাকে বলে, জানেন ত ?

হনু । অবশ্য । তোমাকে চড় মারিলে তুমি  
শাসিত হইলে । এইত শাসন ?

বাবু । তা নয়, রাজশাসন জানেন না ?

হনু । তা জানি । কিন্তু সে অর্থে, তুমি  
নিজে, রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি  
প্রকারে ?

বাবু । ( স্বগত ) একেই বলে বাঁচুরে বুদ্ধি !

( প্রকাশে ) 'যদি রাজা দয়া করিয়া .. আপনার কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন ?

হনু। তা হলে সে রাজারই লাভ। তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া পাটরাণী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমরা তাঁর খাটুনি খেটে মরি ! এই" বুঝি তোমাদের রাম রাজ্য ? হা রাম !

বাবু। কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই। Freedom—liberty কাহাকে বলে জানেন ?

হনু। কিঙ্কিয়ার কলেজে ওসব শেখায় না।

বাবু। Freedom বলে, স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানেন ত ?

হনু। আমি বনের পশু, স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান ?

বাবু। ভাল। তা যে পরিমাণে মনুষ্য স্বাধীন হইবে সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

হনু। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনুষ্য পশুভাব প্রাপ্ত হইবে সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

বাবু। মহাশয় ! রাগ করিবেন না। কিন্তু এ কথাগুলো নিতান্ত হনুমানের মত হইতেছে।

হনু। আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি ক্রি শুনি।

বাবু । • স্বাধীনতাশূন্য মনুষ্যজন্মই পশুজন্ম ।  
 পরাধীনেরা গো মহিষাদির স্থায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া তাড়িত  
 হয় । সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজপুরুষেরা আজন্ম  
 স্বাধীন—free-born.

হনু । আমাদের মত ।

বাবু । আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ ।

হনু । আমরাও সেই লক্ষণবিশিষ্ট । আমাদের  
 মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজশাসন নাই । আমরা পৃথিবী  
 মধ্যে স্বাধীন জাতি । তোমরা কি আমাদের মত হইতে  
 চাও ?

বাবু । ছি ! ছি ! বুঝিলাম বাঁদরে আত্মশাসন  
 বুঝিতে পারে না ।

হনু । ঠিক কথা ভাই ! আইস দুই জনে কদলী  
 ভোজন করি ।





## গ্রাম্য কথা ।

প্রথম সংখ্যা ।—পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় ।

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে ; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি । বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল । তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া, তাহার পরচালার নীচে আশ্রয় লইলাম । দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে বসিয়া পড়িতেছে । এক জন পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পড়াইতেছেন । কাণ পাতিয়া একটু পড়ানটা শুনিলাম । দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ । একটু উদাহরণ দিতেছি ।

পণ্ডিত মহাশয়, এক জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসী করিলেন,  
“বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি  
হয় ?”

ছাত্রটি কিছু মোটা-বুদ্ধি, নাম শুনিলাম, “ভেঁদো !”  
ভেঁদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, “আজ্ঞা, ভূ ধাতুর উত্তর  
ক্ত করিলে ভুক্ত হয় ।”

পণ্ডিত মহাশয়, ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন  
এবং তাহাকে “মূর্খ !” “গর্দভ !” প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত  
বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন । ছাত্রও কিছু গরম হইয়া  
উঠিল, বলিল,

“কেন পণ্ডিত মহাশয় ! ভুক্ত শব্দ কি নাই ?”

পণ্ডিত । থাকিবে না কেন ? ভুক্ত কিসে হয় তা কি  
জানিস্ না ?

ছাত্র । তা জানিব না কেন ? ভাল করিয়া চিন্তিয়া  
গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয় ।

পণ্ডিত । বেল্লিক ! বানর ! তাই কি জিজ্ঞাসা  
করছি ?

তখন ভেঁদার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি  
তাহার পার্শ্ববর্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসী করিলেন,  
“ভাল রাম, তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব্দ কি প্রকারে  
হয় ?”

রাম বলিল । “আজ্ঞা, ভূজ ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া ভূক্ত হয় ।”

পণ্ডিত মহাশয় ভেঁদাকে বলিলেন, “শুনলি রে ভেঁদা! তোর কিছু হবে না ।”

ভেঁদা রাগিয়া বলিল, “না হয় না হোক—আপনার যেমন পক্ষপাত ।”

পণ্ডিত । পক্ষপাত আবার কি রে, হনুমান !

ভেঁদা । ওর কপালে “ভূজো” আমার কপালে ভূ ?

ছাত্র যে সূচকবর্ণীয় “ভূজো” এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝিলেন না । রাগ করিয়া ভেঁদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন, এবং আদেশ করিলেন, “এখন বল ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি হয় ?”

ভেঁদা । ( চোখে জল ) আজ্ঞে তা জানি না ।

পণ্ডিত । জানিস্ নে ? ভূত কিসে হয় জানিস্ নে ?

ভেঁদা । আজ্ঞে তা জানি । মলেই ভূত হয় ।

পণ্ডিত । শূওর ! গাধা ! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক’রে ভূত হয় ।

ভেঁদা এতক্ষণে বুঝিল । মনে মনে স্থির করিল, ঘরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলেও তা হয় ।



তখন সে বিনীতভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল,

“আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্রু করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয় ?”

পণ্ডিত মহাশয় আর সহ করিতে পারিলেন না । বিরানী সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন । ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল । তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দেখিবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম । ভেঁদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় হইতে বড় বেশী দূর নয় । ভেঁদা গৃহপ্রবেশকালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল, এবং আছাড়িয়া পড়িল । দেখিয়া ভেঁদার মা তার কাছে এসে সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল । জিজ্ঞাসা করিল,

“কেন, কি হয়েছে, বাবা ?”

ছেলে মাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল, “এখন কি হয়েছে, বাবা ! এমন ইস্কুলে আমায় পাঠাইয়েছিলি কেন পোড়ারমুখী ?”

মা । কেন, কি হয়েছে, বাবা ?

ছেলে । পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে, বাবা ! শিগ্গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্রু হোক । শিগ্গির হোক ! আমি তোর শ্রাদ্ধ করি ।

মা । সে আবার কি বাপ ! কাকে বলে ?  
ছেলে । শিগ্গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক !  
শিগ্গির হোক ।

মা । সে কি মরাকে বলে বাপ ?  
ছেলে । তা না ত কি ? আমি তাই বলতে পারি  
নাই ব'লে পণ্ডিত মশাই আমায় মেরেছে ।

মা । অধঃপেতে মিন্‌সে ! আক্কেল নেই ! আমার  
এই এক রত্তি ছেলের আর কত বিদ্যা হবে ! যে  
কথা কেউ জানে না, তাই বলতে পারেনি 'ব'লে  
ছেলেকে মারে ! আজ মিন্‌সেকে আমি একবার  
দেখবো ।

এই বলিয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ভেঁদার মাতা  
পণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন । আমিও  
পিছু পিছু চলিলাম । সেই সুপুত্রবতীকে অধিক দূর  
ঝাইতে হইল না । তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল ।  
পণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পশ্চি-  
মধ্যেই উভয়ে সাক্ষাৎ হইল । তখন ভেঁদার মা  
বলিল, “হাঁ গা পণ্ডিত মহাশয়, যা কেউ জানে না, আমার  
ছেলে তাই বলতে পারেনি ব'লে কি এমনি মার মার্তে  
'হয় ?”

‘পণ্ডিত । ও গো এমন কিছু শক্‌ত কথা জিজ্ঞাসা

করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'ভূত কেমন ক'রে হয়।

ভোঁদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা ও সব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন ক'রে জানবে গা ? ও সব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর।

পণ্ডিত। ও গো সে ভূত নয় গো।

ভোঁদার মা। তবে কি গোভূত ?

পণ্ডিত। সে সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কি বুঝবে ? বলি একটা ভূত শব্দ আছে।

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি। তা ও ছেলেমানুষ, ওকে কি ও সব কথা ব'লে ভয় দেখাতে আছে ?

আমি দেখিলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্তা, শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম,

“মহাশয় ও স্ত্রীলোক, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার করুন।”

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, “আপনি প্রশ্ন করুন।”

আমি বলিলাম, “অচ্ছা, ভূত ভূত করিতেছেন, বসুন দেখি ভূত কয়টি ?”

পণ্ডিত 'সম্ভ্রষ্ট' হইয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল । পণ্ডিতে পণ্ডিতের মতই কথা কয় । শুনলি মাগী ?" তার পর আমার দিকে ফিরিয়া, এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন । বলিলেন, "ভূত পাঁচটি ।"

তখন ভেঁদার মা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তবে রে মিন্‌সে ? তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস্ ! ভূত পাঁচটা ! পাঁচ ভূত না বারো ভূত ?"

পণ্ডিত । সে কি, বাছা ! ও ঠাকুরটাকে জিজ্ঞাসা কর, ভূত পঞ্চ । ক্ষিত্যপ্—

ভেঁদার মা । বার ভূত নয় ত আমার এতটা বিষয় খেলে কে ? আমি কি এমনই দুঃখী ছিলাম ?

ভেঁদার মা তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল । আমি তখন তাহার পক্ষাবলম্বন পূর্বক বলিলাম, "উনি যা বলিলেন, তা হতে পারে । অনেক সময়েই শুনা যায়, অনেকের বিষয় লইয়া ভূতগণ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে । কখন শোনে নাই, অমূকের টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে ?"

কথাটা শুনিয়া, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, কি সত্য বলিতেছি । কেন, না বুদ্ধিটা কিছু স্থূল । তাঁকে একটু

ভেকাপানা• দেখিয়া আমি বলিলাম, “মহাশয় এ বিষয়ের  
প্রমাণ প্রয়োগ ত সকলই অবগত আছেন। মনু  
বলিয়াছেন,

“কৃপণানাং ধনৈঃ পোষ্যকুশ্মাণ্ডপালিনাং

ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নকং ন সংশয়ঃ ।”\*

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃতজ্ঞান ঐ ভূ ধাতুর উত্তর  
কৃত পর্য্যাপ্ত। কিন্তু এ দিকে বড় ভয়, পাছে সেই  
শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষতঃ ভেঁদার মার সম্মুখে  
আমার কাছে পরাস্ত হয়েন— অতএব যেমন শুনিলেন,  
“ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নকং ন সংশয়ঃ ।” অমনই  
উত্তর করিলেন,

“মহাশয়, যথার্থই আঞ্জা করিয়াছেন। বেদেই  
ত আছে,

“অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ”

শুনিয়া, ভেঁদার মা বড় তৃপ্ত হইল। এবং পণ্ডিত  
মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল,

“তা, বাবা ! তোমার এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলে  
মার কেন ?”

\* অস্যার্থ। কৃপণদিগের ধন আর যাহারা পোষ্যপুত্ররূপে কুশ্মাণ্ডগুলি  
প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে সন্দেহ  
নাই।

পণ্ডিত । ‘ আরে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান্ করিব বলিয়াই ত মারি ! না মারিলে কি বিদ্যা হয় ?

ভেঁদার মা । বাবা ! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ীর কর্তাটির কিছু হলো না কেন ? বাঁটায় বল, কোঁস্টায় বল, আমি ত কিছুতেই কসুর করি না ।

পণ্ডিত । বাছা ! ও সব কি তোমাদের হাতে হয় ? ও আমাদের হাতে ।

ভেঁদার মা । বাবা ! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই । দেখিবে ?

এই বলিয়া ভেঁদার মা একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল । পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যা লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সেখান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে প্রশ্বাস করিলেন । শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয়, আর ভেঁদাকে কিছু বলেন নাই । ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই । ভেঁদা বলে, ‘মা, এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূত ছাড়া করিয়াছে ।’

## গ্রাম্য কথা ।

দ্বিতীয় সংখ্যা ।—ধর্ম-শিক্ষা ।

### I. THEORY.

“পড় বাবা, মাতৃবৎ পরদারেষু ।”

ছেলে । সে কাকে বলে, বাবা ?

বাপ । এই যত স্ত্রীলোক পরের স্ত্রী, সবাইকে  
আপনার মা মনে করিতে হয় ।

ছেলে । তারা সবাই আমার মা ?

বাপ । হাঁ বাবা, তা বৈ কি ।

ছেলে । বাবা, তবে তোমার বড় জ্বালা হলো ।  
আমার মা হ'লে তারা তোমার কে হলো, বাবা ?

বাপ । ছি ! ছি ! ছি ! অমন কথা কি বলতে  
আছে ! পড় ।

“মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ ।”

ছেলে । অর্থ কি হলো, বাবা ?

বাপ । পরের সামগ্রীকে লোষ্ট্রের মত দেখবে ।

ছেলে । লোষ্ট্র কি ?

বাপ । মাটির ঢেলা ।

ছেলে । বাবা, তবে ময়রা বেটাকে আর সন্দেশের  
দাম না দিলেও হয়— মাটির ঢেলার আর দাম কি ?

বাপ । 'তা নয় । পরের সামগ্রী ফাটার মত দেখবে—নিতে যেন ইচ্ছা না হয় ।

ছেলে । বাবা, কুমারের ব্যবসা শিখলে হয় না ?

বাপ । ছি বাবা ! তোমার কিছু হবে না দেখছি । এখন পড় ।

“মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ । ”

আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥”

ছেলে । আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কি, বাবা ?

বাপ । এই আপনার মত সকলকেই দেখবে ।

ছেলে । তা হলেই ত হলো । যদি পরকে আপনার মত ভাবি, তা হলে পরের সামগ্রীকে আপনারই সামগ্রী ভাবতে হবে, আর পরের স্ত্রীকেও আপনার স্ত্রী ভাবতে হবে ।

বাপ । দূর হ ! পাজি বেটা, ছুঁচো বেটা ।  
( ইতি চপেটাঘাত )



II. PRACTICE.

( ১ )

কাদম্বিনী নামে কোন প্রোঢ়া কলসীকক্ষে জল আনিতে  
যাইতেছে । তখন অধীতশাস্ত্র সেই বালক, তাহার সম্মুখে  
আসিয়া উপস্থিত ।

ছেলে । বলি, মা !

কাদম্বিনী । কেন, বাছা ! আহা ছেলেটির কি মিষ্ট  
কথা গো ! শুনে কান জুড়ায় ।

ছেলে । মা, সন্দেশ খেতে একটা পয়সা দে না মা !

কাদম্বিনী । বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথা  
পাব, বাবা ?

ছেলে । দিবনে বেটি ? মুখপুড়ী ! হতভাগি !  
আঁটকুড়ি ।

কাদ । আ মলো ! কাদের এমন পোড়ারমুখো  
ছেলে !

ছেলে । দিবনে বেটি ! ( ইতি প্রহার এবং  
কলসী-ধ্বংস )

( পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত )

বাপ । এ কি, রে বাঁদর ?

ছেলে । কেন, বাবা ! এ যে আমার মা । মার সঙ্গে যেমন করি, ওর সঙ্গেও তেমনি করেছি—“মাতৃবৎ পরদারেষু ।” কই মাগি—বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলি নে ?

(২)

ময়রা আসিয়া ছেলের বাপের কাছে নালিশ করিল, যে, ছেলের জ্বালায় আর দোকান করা ভার, ছেলে দোকান লুঠ করিয়া সকল মিঠাই মণ্ডা লইয়া আসে । গোয়াল আসিয়া ক্ষীর ছানা সম্বন্ধে সেইরূপ নালিশ করিল ।

বাপ, তখন ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন । ছেলে বলিল, “মার কেন বাবা ?”

বাপ । মার্ব না ? তুই পরের দ্রব্য সামগ্রী লুটে পুটে আনিস্ ।

ছেলে । বাবা, চোরের ভয় হয়েছে, তাই টিল কুড়িয়ে জমা করেছি—পরের সামগ্রী ত টিল ।

(৩)

সরস্বতী পূজা উপস্থিত । বাপ প্রাতঃকালে ছেলেকে বলিলেন, “যা, একটা ডুব দিয়ে এসে অঞ্জলি দে—নহিলে খেতে পারিনে ।”

ছেলে। খেয়ে দেয়ে বিকেলে অঞ্জলি দিলে হয় না ?  
 বাপ। তাও কি হয় ? খেয়ে কি অঞ্জলি দেওয়া হয়,  
 যে পাগল ?

ছেলে। তবে এ বছরের অঞ্জলি আর বছর একে-  
 বারে দিলে হয় না ? এবার বড় শীত।

বাপ। তা হয় না—সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিলে  
 কি বিদ্যা হয় ?

ছেলে। একটা বছর কি ধারে বিদ্যা হয় না ?

বাপ। দূর, মুখ ! যা ডুব দিয়ে আস্গে যা।  
 অঞ্জলি দেওয়া হ'লে দুটো ভাল সন্দেশ দেব এখন।

“আচ্ছা” বলিয়া ছেলে নাচিতে নাচিতে ডুব দিতে  
 গেল। বড় শীত—ভেমনি বাতাস—জল কনকনে।  
 তখন ছেলে, ভাবিয়া চিন্তিয়া, ঘাটে একটা পাঁচ বছরের  
 বাগ্দীর ছেলে রহিয়াছে দেখিয়া, তাহাকে ধরিয়া,  
 গোটা দুই চুবনি দিল। তার পর, তাহাকে জল হইতে  
 তুলিয়া টানিয়া বাপের কাছে ধরিয়া আনিল। বলিল,  
 “বাবা ! নেয়ে এসেছি।”

বাপ। কই বাপু,—কই নেয়েছ ?

ছেলে। এই যে বাগ্দী ছোঁড়াটাকে চুবিয়ে এনেছি।

বাপ। বড় কাজই করেছ—তুই নেয়ে এসেছিসু  
 কই ?

ছেলে । বাবা, “আত্মবৎ সর্বভূতেষু” ওতে আমাতে কি তফাৎ আছে ? ওর নাওয়াতেই আমার নাওয়া হয়েছে । এখন সন্দেশ দাও ।\*

পিতা বেত্রহস্তে পুত্রের পিছু পিছু ছুটিলেন । পুত্র পলাইতে পলাইতে বলিতে লাগিল, “বাবা শাস্ত্র জানে না ।”

কিছুপরে সেই সুশিক্ষিত বালকের পিতা শুনিলেন, যে সে ওপাড়ায় শিরোমণি ঠাকুরের টোলে গিয়া শিরোমণি ঠাকুরকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছে । ছেলে ঘরে এলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,

- “আবার এ কি করেছিস্ ?”

ছেলে । কি করি বাবা ! তুমি ত ছাড়বে না—বেতস্মারিবেই মারিবে । তাই আপনা আপনি সেই বেত খেয়েছি ।

পিতা । সে কি রে বেটা ?—আপনা আপনি কি ? শিরোমণি ঠাকুরকে মেরেছিস্ যে ?

ছেলে । বাবা—আত্মবৎ সর্বভূতেষু—শিরোমণি ঠাকুরে আর আমাতে কি আমি তফাৎ দেখি ?

\* পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছেলেকে আর লেখা পড়া শিখাইবেন না ।



## বাঙ্গালী সাহিত্যের আদর।

### DRAMATIS PERSONÆ.

- ১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু।
- ২। তস্য ভার্য্যা। •

উচ্চশিক্ষিত। কি হয় ?

ভার্য্যা। পড়ি শুনি।

উচ্চ। কি পড় ?

ভার্য্যা। যা পড়িতে জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাসীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে তাই পড়ি।

উচ্চ। ছাই তস্য বাঙ্গলা গুলো পড় কেন ? • ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে।

ভাৰ্ঘ্যা । কেন ?

উচ্চ । ও গুলো সব immoral, obscene, filthy.

ভাৰ্ঘ্যা । সে সব কাকে বলে ?

উচ্চ । Immoral কাকে বলে জান—এই ইয়ে হয়—অর্থাৎ যা moralityর বিরুদ্ধ ।

ভাৰ্ঘ্যা । সেটা কি চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ ?

উচ্চ । না না—এই কি জান—ওর আর বাঙ্গলা কোথা পাব ? এই যা moral নয়—তাই আর কি ?

ভাৰ্ঘ্যা । মরাল কি ? রাজহংস ?

উচ্চ । ছি ! ছি ! O woman ! thy name is stupidity.

ভাৰ্ঘ্যা । কাকে বলে ?

উচ্চ । বাঙ্গলা কথায় ত আর অত বুকান যায় না—  
তবে আসল কথাটা এই যে বাঙ্গলা বই পড়া ভাল নয় ।

ভাৰ্ঘ্যা । তা, এই বই খানা নিতান্ত মন্দ নয়—  
গল্পটা বেশ ।

উচ্চ । এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প ?  
না নল-দময়ন্তীর গল্প ?

ভাৰ্ঘ্যা । তা ছাড়া আর কি গল্প হ'তে নেই ?

উচ্চ । তা ছাড়া তোমার বাঙ্গলায় আর কিছু আছে  
না কি ?

ভার্য্যা। এটা তা নয় । এতে কাটলেট্ আছে, ব্রাণ্ডি আছে, বিধবার বিবাহ আছে—বৈষ্ণবীর গীত আছে ।

উচ্চ । Exactly. তাইত বলছিলাম ও ছাই ভস্ম গুলো পড় কেন ?

ভার্য্যা । কেন, পড়িলে কি হয় ?

উচ্চ । পড়িলে demoralize হয় ।

ভার্য্যা । সে আবার কি ? ধেমোরাঙ্গা হয় ।

উচ্চ । এমন পাপও আছে । demoralize কি না চরিত্র মন্দ হয় ।

ভার্য্যা । স্বামী মহাশয় ! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে । আপনার বন্ধুবর্গ ডিনরের পর যে ভাষায় কথা বার্তা কন—শুনিতো পাইলে খানসামারাও কাণে আঙ্গুল দেয় । আপনি যাদের বাড়ী মুরগি মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নৈই যে তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না । তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্ম কোন ভয় নাই,—আর আমি গরিবের মেয়ে, এক খানা বাঙ্গুলা বই পড়িলেই • গোল্লায় যাব ?

উচ্চ । 'আমরা হলেম Brass pot ;' তোমরা হলে Earthen pot.

ভার্য্যা । অত পট পট কর কেন ? কই মাছি ছাঁকা তেলে পড়েছ নাকি ? তা যা হোক, একবার এই বই খানা একটু পড় না ।

উচ্চ । ( শিহরিয়া ও পিছাইয়া ) আমি ও সব ছুঁয়ে hand contaminate করি না ।

ভার্য্যা । কাকে বলে ?

উচ্চ । ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করি না ।

ভার্য্যা । তোমার হাত ময়লা হবে না, আমি ঝাড়িয়া দিতেছি ।

( ইতি পুস্তকখানি আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান । মানসিক ময়লা ভয়ে ভীত উচ্চ শিক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন । )

ভার্য্যা । ও কপাল ! আচ্ছা তুমি যে বই খানাকে অত ঘৃণা করচো, কই তোমার ইংরেজেরাও তত করে না । ইংরেজেরা নাকি এই বই খানা তরজমা করিয়া পড়িতেছে ।

উচ্চ । স্বেপেছ ?

ভার্য্যা । কেন ?

উচ্চ । বাঙ্গলা বই ইংরেজিতে তরজমা ? এমন



আষাড়ে 'গল্প' তোমায় কে শোনায় । বই খানা  
Seditious ত নয় ? তা হলে government তরজমা  
করান সম্ভব । কি বই ও খানা ?

ভার্য্যা । বিষবৃক্ষ ।

উচ্চ । সে কাকে বলে ?

ভার্য্যা । বিষ কাহাকে বলে জান না ? তারই  
বৃক্ষ ।

উচ্চ । বিষ—এক কুড়ি ।

ভার্য্যা । তা নয় আর এক রকমের বিষ আছে জান  
না ? যা তোমার জ্বালায় আমি একদিন খাব ।

উচ্চ । ও হো ! Poison ! Dear me ! তারই  
গাছ—উপযুক্ত নাম বটে—ফেল ! ফেল !

ভার্য্যা । এখন গাছের ইংরেজি কি বল দেখি ?

উচ্চ । Tree.

ভার্য্যা । এখন দুটা কথা এক কর দেখি ?

উচ্চ । Poison Tree ! ওহো ! বটে . বটে !  
Poison Tree বলিয়া একখান ইংরেজি বইয়ের কথা  
কাগজে পড়িতে ছিলাম বটে । তা সেখানা কি বাঙ্গলা  
বইয়ের তরজমা ?

ভার্য্যা । তোমার বোধ হয় কি ?

উচ্চ । আমার Idea ছিল যে Poison Tree এক

খানা ইংরেজি বই, তারই বাঙ্গলা তরজমা হয়েছে । তা যখন ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গলা পড়বো কেন ?

ভার্য্যা । পড়াটা ইংরেজি রকমেই ভাল—তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস নিয়েই হোক । তা তোমাকে ইংরেজি রকমেই পড়িতে দিতেছি । এই বই খানা দেখ দেখি । এখানা ইংরেজির তরজমা—লেখক নিজে বলিয়াছেন ।

উচ্চ । ও সব বরং পড়া ভাল । কি ইংরেজি বইয়ের তরজমা Robinson Crusoe না Watt On the Improvement of the Mind ?

ভার্য্যা । ইংরেজি নাম আমি জানি না । বাঙ্গলা নাম ছায়াময়ী ।

উচ্চ । ছায়াময়ী ? সে আবার কি ? দেখি ( পুস্তক হস্তে লইয়া ) Dante, by Jove.

ভার্য্যা । ( টিপি টিপি হাসিয়া ) তা ও খানা ভাল বুঝিতে পারি না—পোড়া বাঙ্গালির মেয়ে, ইংরেজির তরজমা বুঝি এত বুদ্ধি ত রাখিনে—ওটা তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে ?

উ । তার আর আশ্চর্য্য কি ? Dante lived in the fourteenth century. অর্থাৎ তিনি fourteenth century তে flourish করেন ।

ভার্য্যা। মুটন্তু সুন্দরীকে পালিশ করেন ? এত বড় কবি ?

উচ্চ। কি পাপ! fourteen মানে চৌদ্দ ।

ভার্য্যা। চৌদ্দ সুন্দরীকে পালিশ করেন ? তা চৌদ্দই হোক, আর পনেরই হোক, সুন্দরীকে আবার পালিশ করা কেন ?

উচ্চ। বলি চৌদ্দ সেধুরিতে বর্তমান ছিলেন ।

ভার্য্যা। তিনি চৌদ্দ সুন্দরীতেই বর্তমান থাকুন আর চৌদ্দ শ সুন্দরীতেই বর্তমান থাকুন, বইখানা নিয়ে কথা ।

উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জানতে হয় । তিনি Florence নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে বড় বড় appointment hold করিতেন ।

ভার্য্যা। পোর্টম্যান্টো হলদে করিতেন । আমাদের এই কাল পোর্টম্যান্টোটা হলদে হয় না ?

উচ্চ। বলি বড় বড় চাকরি করিতেন । পরে Guelph ও Ghibilline দিগের বিবাদে—

ভার্য্যা। আর হাড় জ্বালিও না । বইখানা একটু বুঝাও না ।

উচ্চ। তাই বুঝাইতে ছিলাম । অথরের লাইফ না জানিলে বই বুঝিবে কি প্রকারে ?

ভার্য্যা । আমি দুঃখী বাঙ্গালীর মেয়ে, আমার অত  
ঘটায় কাজ কি ? বইখানার মশ্বটা বুঝাইয়া দাও  
না ।

উচ্চ । দেখি, বইখানা কি রকম লিখেছে দেখি ।

( পরে পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রথম ছত্র পাঠ )

“সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা”

তোমার কাছে অভিধান আছে ?

ভার্য্যা । কেন, কোন্ কথাটা ঠেকিল ?

উচ্চ । গগন কাকে বলে ?

ভার্য্যা । গগন বলে আকাশকে ।

উচ্চ । “সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা”—

নিবিড় কাকে বলে ?

ভার্য্যা । ও হরি ! এই বিদ্যাতে তুমি আমাকে  
শিখাবে ? নিবিড় বলে ঘনকে । এও জান না ? তোমার  
মুখ দেখাতে লজ্জা করে না ?

উচ্চ । কি জান—বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে  
পড়ে, ও সবার আমাদের মাঝখানে চলন নেই । ও সব  
কি আমাদের শোভা পায় ?

ভার্য্যা । কেন, তোমরা কি ?

উচ্চ । আমাদের হলো *polished society*— ও  
সব বাজে লোকে লেখে—বাজে লোকে পড়ে—সাহেব

লোকের কাছে, ও সবেদর নেই—polished society  
তে কি ও সব চলে ?

ভার্য্যা । তা মাতৃভাষার উপর পালিশ যষ্ঠীর এত রাগ  
কেন ?

উচ্চ । আরে মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন—তাঁর  
ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি ?

ভার্য্যা । আমারও ত ঐ ভাষা—আমি ত মরে ছাই  
হই নাই ।

উচ্চ । Yes for *thy* sake, my jewel, I shall  
do it—তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গলা বই পড়িব ।  
কিন্তু mind এক খানা বৈ আর নয় ।

ভার্য্যা । তাই মন্দ কি ?

উচ্চ । কিন্তু এই ঘরে ঘর দিয়ে পড়ব—কেহ না  
টের পায় ।

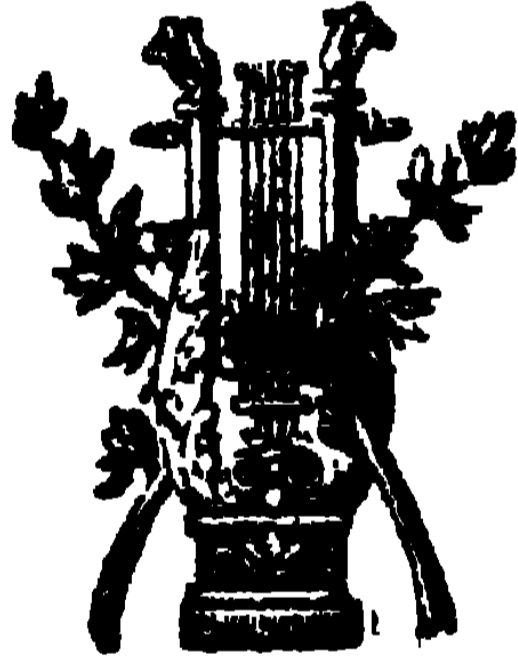
ভার্য্যা । আচ্ছা তাই ।

(বাছিয়া বাছিয়া একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুর্নীতি-  
পূর্ণ অথচ সরস পুস্তক স্বামীর হস্তে প্রদান । স্বামীর তাহা  
আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন । )

ভার্য্যা । কেমন বই ?

উচ্চ । বেড়ে । বাঙ্গলায়, যে এমন বই হয়, তা আমি  
জানিতাম না ।

ভার্য্যা । ( ঘৃণার সহিত ) ছি ! এই বুঝি তোমার  
পালিশ-বণ্টী ? তোমার পালিশ বণ্টীর চেয়ে আমার চাপড়া-  
বণ্টী, নীতল-বণ্টী অনেক ভাল ।





## NEW YEAR'S DAY.

—>∞<—  
DRAMATIS PERSONÆ.

রাম বাবু

শ্যাম বাবু

রাম বাবুর স্ত্রী ( পাড়াগেঁয়ে মেয়ে )

রাম বাবু ও শ্যাম বাবুর প্রবেশ ।

( রাম বাবুর স্ত্রী অন্তরালে )

শ্যাম বাবু । গুড্‌মর্নিং রাম বাবু—হা ডু ডু ?

রাম বাবু । গুড্‌মর্নিং শ্যাম বাবু—হা ডু ডু ?

[ উভয়ের প্রগাঢ় করমর্দন ]

শ্যাম বাবু । I wish you a happy new year,  
and many many returns of the same.

রাম বাবু । the same to you.

[ শ্যামবাবুর তথাবিধ কথাবার্তার জন্য অন্তর  
প্রস্থান ও রাম বাবুর অন্তঃপুর প্রবেশ ]

রাম বাবুর স্ত্রী । ও কে এসেছিল ?

রামবাবু । ঐ ওবাড়ীর শ্যাম বাবু ।

স্ত্রী । তা, তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন ?

রাম বাবু । সে কি ? হাতাহাতি কখন হ'লো ?

স্ত্রী । ঐ যে তুমি তার হাত ধ'রে কোঁকরে দিলে,  
সে তোমার হাত ধ'রে কোঁকরে দিলে ? তোমায় লাগেনি  
ত ?

রাম । তাই হাতাহাতি ! কি পাপ ! ওকে বলে  
shaking hands. ওটা আদরের চিহ্ন ।

স্ত্রী । বটে ! ভাগ্যে, আমি তোমার আদরের  
পরিবার নই ! তা, তোমায় লাগেনি ত ?

রাম । একটু নোকসা লেগেছে ; তা কি ধরতে  
আছে ?

স্ত্রী । আহা তাইত ! ছ'ড়ে গেছে যে ? অধঃ-  
গেতে ডাকরা মিন্‌সে ! সকাল বেলা মরতে আমার  
বাড়ীতে হাত কাড়াকাড়ি করতে এয়েছেন ! আবার



নাকি ছোটোছোটো খেলা হবে ? অধঃপেতে মিন্‌সের সঙ্গে  
ও সব খেলা খেলিতে পাবে না ।

রাম । সে কি ? খেলার কথা কখন হ'লো ?

স্ত্রী । ঐ যে সেও ব'লে “হাঁ ডু ডু ডু !” তুমিও  
ব'লে “হাঁ ডু ডু ডু !” তা, হাঁ ডু ডু ডু খেলবার কি আর  
তোমাদের বয়স আছে ?

রাম । আঃ পাড়াগেঁয়ের হাতে প'ড়ে প্রাণটা গেল !  
ওঁগো, হাঁ ডু ডু ডু নয়; হা ডু ডু—অর্থাৎ How do ye  
do ? উচ্চারণ করিতে হয়, “হা ডু ডু !”

স্ত্রী । তার অর্থ কি ?

রাম । তার মানে, “তুমি কেমন আছ ?”

স্ত্রী । তা কেমন ক'রে হবে ? সে তোমায়  
জিজ্ঞাসা করলে “তুমি কেমন আছ,” তুমি ত কৈ তার  
কোন উত্তর দিলে না,—তুমি সেই কথাই পালটিয়া  
বলিলে ।

রাম । সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি ।

স্ত্রী । পাল্টে বলাই সভ্য রীতি ? তুমি যদি  
আমার ছেলেকে বল, “লেখাপড়া করিসনে কেনরে  
ছুঁচো ?” সেও কি তোমাকে পাল্টে বলবে, “লেখা-  
পড়া করিসনে কেনরে ছুঁচো ? এইটা সভ্য রীতি ?”

রাম । তা নয় গো, তা নয় । কেমন আছি

জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয়া পাল্টে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছ । এইটা সভ্য রীতি ।

স্ত্রী । ( যোড়হাতে ) আমার একটা ভিক্ষা আছে । তোমার দুবেলা অসুখ—আমায় দিনে পাঁচবার তোমার কাছে খবর নিতে হয় তুমি কেমন আছ ; আমায় যেন তখন হা ডু ডু বলিয়া তাড়াইয়া দিও না । আমার কাছে সভ্য নাই হইলে !

রাম । না, না, তাও কি হয় ? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল ।

স্ত্রী । তা ব'লে দিলেই জানতে পারি । বুঝিয়ে দাও না ? আচ্ছা শ্যাম বাবু এলো আর কি কিচির মিচির ক'রে ব'লে আর চলে গেল ; যদি হাঁড়ু ডু ডু খেলার কথা বলতে আসেনি, তবে কি করতে এয়েছিল ?

রাম । আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন, তাই সম্বৎসরের আশীর্বাদ করতে এয়েছিল ।

স্ত্রী । আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন ? আমার শশুর শাশুড়ী ত ১লা বৈশাখ থেকে নূতন বৎসর ধরিতেন ।

রাম । আজ ১লা জানুয়ারী—আমরা আজ থেকে নূতন বৎসর ধরি ।

স্ত্রী । শশুর ধরিতেন ১লা বৈশাখ থেকে, তুমি

ধর ১লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরিবে  
১লা শ্রাবণ থেকে ?

রাম । তাও কি হয় ? এ যে ইংরেজের মুলুক—  
এখন ইংরেজী নূতন বৎসরে আমাদের নূতন বৎসর  
ধরিতে হয় ।

স্ত্রী । তা, ভালই ত । তা, নূতন বৎসর ব'লে এত  
গুলি মদের বোতল আনিয়াছে কেন ?

রাম বাবু । সুখের দিন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে  
খেতে দেতে হয় ।

স্ত্রী । তবু ভাল । আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমি  
মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের বৎসর কাবারে বুঝি এই  
রকম কলসী উৎসর্গ করতে হয় । ভাবছিলাম, বলি বারণ  
ক'ব, যে আমার শশুর শশুড়ীর উদ্দেশে ও সব  
দিও না ।

রাম । তুমি বড় নির্বোধ !

স্ত্রী । তা ত বটে । তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা  
করতে ভয় পাই ।

রাম । আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে ?

স্ত্রী । এত কপি, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্টা,  
আঙ্গুর, ভেটকি মাছ সব আনিয়াছে কেন ? খেতে কি  
এত লাগবে ?

রাম । না । ও সব সাহেবদের ডালিমাজিয়ে দিতে হবে ।

স্ত্রী । ছি, ছি, এমন কস্ম্য করো না । লোকে বড় কুকথা বলবে ।

রাম । কি কথা বলিবে ?

স্ত্রী । বলবে এদের বৎসর কাবারে কলসী উৎসর্গও আছে, চোদ্দ পুরুষকে ভুজিয়া উৎসর্গ করাও আছে ।

[ ইতি প্রহার ভয়ে গৃহিণীর বেগে প্রশ্নান । রাম বাবুর উর্কালের বাড়ী গমন এবং হিন্দুর Divorce হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা । ]

